ক২১৪

ক
২১৪

স্বভাব-দর্শন।

৭২

পদ্যগ্রন্থ।

ঢাকা কালেজের ছাত্র

শ্রীগিরিশচন্দ্র মজুমদার

প্রণীত।

ঢাকা

তেলযন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৮৪

মূল্য ।৵ আনা

মঙ্গলাচরণ।

মমাজ্ঞানতিমির-মিহির শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কাশী
কান্ত মুখোপাধ্যায় মহোদয়
শ্রীশ্রীচরণাম্ভোজেষু।

হে মহাত্মন! এই সংসারে গ্রন্থকার মাত্রেই কোন মহাত্মার নাম স্বীয় পুস্তকের শিরোদেশে সংস্থাপন করিয়া গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ আমারমত নিকৃষ্ট লেখকের এই একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে, কিন্তু কেবল কর্ত্তব্য বিবেচনায় আপনকার যশোরাশিভ নাম এই পুস্তকে শিরোমণির ন্যায় অঙ্কিত করিলাম এমত নহে, আপনি যে প্রকার স্নেহসহকারে আমাকে জ্ঞানদান করিয়াছেন তাহার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই পুস্তক মহাশয়ের শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম। এই নিকৃষ্ট পুস্তকে ভবাদৃশ মহাত্মার নাম সংলগ্ন হওয়াতে কেবল নামের গৌরব হ্রাস ব্যতিত আর কিছুরই সম্ভাবনা নাই। কি করি আমি আপনার শিষ্য। আপনার শ্রীচরণ ধ্যান ব্যতিত কোনকর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইতে পারিনা। অতএব হে গুরো! আমার এই বিষয় যে অপরাধ হইল, তাহা আপনি ছাত্রবৎসলতাগুণে মার্জ্জনা করুন।

আপনকার নিতান্ত বাধ্য ছাত্র
শ্রীগিরিশচন্দ্র মজুমদার।

বিজ্ঞাপন।

প্রায় তিন বৎসর গত হইল বেতকা সাহাপাকুর বঙ্গ বিদ্যালয়ে মহাপ্রভু শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র মজুমদার মহাশয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে তথায় বিদ্যোৎসাহিনী নাম্নী একটী সভা সংস্থাপিত হয়। সভাটী ক্ষুদ্র ছিল বটে, কিন্তু ছাত্রদিগকে জ্ঞান দানে কোনমতেই ত্রুটি করে নাই। তাঁহার আদেশমতে আমি সেই সভাতে অনেকানেক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে এতৎ পুস্তক-নিবেশিত পদ্যময় প্রবন্ধ দুইটীও পঠিত হয়। কিন্তু ইহা যে মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইবে তখন তাহার কোন প্রত্যাশাই ছিলনা। কিয়ৎকালাতীত হইল আমার অনুজ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার ঐ প্রবন্ধ দুটী পুস্তকাকারে মুদ্রাঙ্কিত করিতে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করে, তাহার সাহস ও যত্ন দর্শনে ঐ প্রবন্ধ দুটীর কোন২ স্থান পরিবর্ত্তন ও সম্বর্দ্ধন করিয়া দেওয়া হয়। এই পুস্তকের প্রথমাংশে বসন্তকালে এদেশ যে প্রকার প্রাকৃতিক চারুভূষণে অলঙ্কৃত হয়, তাহা

বর্ণিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়াংশে অগ্রজের সমভি-ব্যাহারে বেতকা হইতে আলয় গমন সময় পথি মধ্যে যে সকল নৈসর্গিক শোভা দর্শন করিয়াছিলাম তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

এক্ষণ সুধীগণ সমীপে নিবেদন এই, তাঁহারা এই পুস্তকে কোন দোষ (দোষ ঘটিবার অনেক সম্ভাবনা) দর্শন করিলে আমাকে ক্ষুদ্র লেখক বিবেচনা করিয়া যেন স্ব স্ব ঔদার্য্য গুণে মার্জ্জনা করেন।

আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে বলিতেছি যে ঢাকা কালেজের সিনিয়ার পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহোদয়েরা আয়াসস্বীকার করিয়া এই পুস্তক সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এই মহাত্মাদিগের সাহায্য ব্যতীত কোন মতেই আমি ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না।

শ্রীগিরিশ চন্দ্র মজুমদার।
ঢাকাকালেজের ছাত্র।

স্বভাব-দর্শন ।

উর গো লেখনীপরে হে কবিতেশ্বরি !
এক-প্রাণা-কল্পনা-সঙ্গিনী-সঙ্গে করি ।
তোমার করুণা-কণা লাভ করি বাণি !
বাক্‌শক্তি বিহীন মূকের সরে বাণী ॥
মাতঃ ! ভবে তব কৃপামৃত-মৃত্যুহর ।
কত জনে করিয়াছে অজর অমর ॥
এদাসের আছে মাতঃ কি গুণ এমন ।
হবে যে তেমন তব করুণাভাজন ।
তবে যদি নিজ গুণে ওগো দয়াময়ি !
দয়াকর দীনের ভরসা মাত্র অই ।
দানের উচিত পাত্র দরিদ্র নিচয় ।
ধনীকে করিলে দান ভত ফলময় ॥
যে সব ভাবুকবর ভাবধনে ধনী ।
স্বগুণে লভেন তাঁরা ধন্যবাদ ধ্বনি ॥

তাঁদিগে করিলে দয়া সুযশ কি হবে ?
দীনে দয়াকর দেবি ; দয়া বুঝি ভবে ॥
তব দয়াবলে কবি-লভ্য কবি-যশ ।
চাহে না এদাস তার হেন কি সাহস ?
কাব্য কি নাটক আমি করি প্রণয়ন ;
নাহি চাই কবিখ্যাতি করিতে অর্জ্জন ॥
বাঞ্ছামম সুখে ধরি সাধারণ তান ,
গাইতে মা ভক্তি রসে বিভু-গুণ-গান ॥
করুণা করিয়া আশা কর মা পূরণ ।
যেই শক্তি করি সুখে প্রাণেশ-কীর্ত্তন ॥

গ্রন্থারম্ভ ।

প্রভাত

প্রভাত দর্শন করি ভয়ে শান্ত বিভাবরী
কান্ত স্থানে লইয়া বিদায় ।
অতি বিষাদিত-মনে নিয়া সখী তারাগণে
দ্রুত বেগে নির্জ্জনে পলায় ॥
হায় হায় কিবা দুখ ! মলিন শশীর মুখ
নিশীর বদন না হেরিয়া ।
তাহাতে প্রচণ্ডরবি ঢাকিতে চাঁদের ছবি
এল নিজ ছবি প্রকাশিয়া ॥

দুরন্ত ভাস্কর কর ঈসতে নারি সুধাকর
লুকাইলা তস্কর যেমন।
মরি কিবা দুখ হায়! নীরবে স্ববাসে যায়
শশধর অনুচরগণ॥
না হেরে শশীর ভাস চকোরেরা হতাশ্বাসে
বাসে যায় বিরস অন্তরে।
বাদুরের অধোমুখ পেঁচকের নাহি সুখ
দুখে পশে পাদপকোটরে॥
তরু হতে নিরমল ঝরে নিহারের জল
ঝরে রুক্ষ সমীরণ ভরে।
বোধ হয় শশধরে হারা হোয়ে সকাতরে
কান্দে যেন সকরুণ স্বরে॥
ভাস্করের চর যত রঙ্গরসে নানা মত
প্রকাশিছে মনোগত সুখ।
বিমল সরসীজলে ফুল্ল শতদল দলে
পুঞ্জে২ গুঞ্জে শিলিমুখ॥
নিদ্রোত্থিত দ্বিজ দল ধ্বনি করে সুমঙ্গল
মহানন্দে বসিয়া শাখায়।
আঁখি কচালিয়া করে দুর্গা দুর্গা দুর্গা স্বরে
পুরবাসী বহির্দ্দেশে যায়॥
হৃষ্ট মনে দ্বিজকুল তুলিতে চলিল ফুল
নামাবলী অঙ্গের ভূষণ।

মুখে মন্ত্র পাঠ করে ফুল তুলে ভক্তি ভরে
মায়ের স্মরে নারায়ণ ॥
এই যে স্বভাব শোভা ভানুকের মনোলোভা
অলসে নাহেরি আমি হায় !
এদের উঠি পড ডাকে আর পাল্লার পাকে
ঘন্টা দুই "চুল্ কানে" যায় ॥
কিবা সুখ মরি মরি বদন ভ্রুকটি করি
নয়ন মুদিয়া সুখ কত ।
কিন্তু পরে হায় হায় ! জ্বলে জ্বলে প্রাণ যায়
শোধদেয় সুখ ভোগ যত ॥
হাই, উহু করি শেষে বাহির হইয়া ক্লেশে
বিকল অঙ্গের বেদনায় ।
প্রভাতের আভা নাই ভানুকে দেখিতে পাই
মরি দুখে হায় হায় হায় !
অদ্য কিবা ভাগ্যফলে কিম্বা ঈশ কৃপাবলে
নিদ্রা ভঙ্গ প্রভাত সময় ।
মধুর বিহঙ্গ স্বরে লোহিত বালার্ক করে
সুখে হল প্রফুল্ল হৃদয় ॥

প্রভাতের আভা হেরি বিহঙ্গমচয় ।
নীড়ে বসি গীত গায় পেয়ে সুসময় ॥
সুমধুর দধিকুল কুল কুল স্বর ।

[৫]

কোকিল-ললিত-তানে মোহিত অন্তর ॥
প্রেয়সী সদনে বসি ডাকে ঘুঘু সব।
দূর হতে কানে আসে কুক্কুটের রব ॥
শাখিনী উপরে ডাকে বায়স নিচয়।
গৃহেতে কাকাতুয়া * টিয়া রাধাকৃষ্ণ কয় ॥
কত বোল বলে টিয়া কত গীত গায়।
মোহিত শ্রবণ তার শ্লোকের ছটায় ॥
হে শুক! শ্রবণে তব গীত মনোহর।
হিংসে কি বিমানচর বিহঙ্গনিকর ॥
বাঞ্ছে কি বঞ্চিতে সদা মানবসদনে।
বসনা করিতে তুষ্ট সুরসাস্বাদনে ॥
না তোমাকে করে স্তব বল কি বা ফল।
তাহারা স্বাধীন তব চরণে শৃঙ্খল ॥
মনোজ্ঞ আড্ডায় সুখে করহে শয়ন।
বিহঙ্গ দুর্লভ-ভোগ করহ ভোজন ॥
প্রশংসে তোমারে গৃহে আসে যত জন।
চুগ্ন দিয়া অঙ্গে তব করে করার্পণ ॥
শুনিয়া তোমার বুলি হইয়া উল্লাস।
রেখেছে আহ্লাদে তব নাম "ভক্তদাস"॥
এমন আদরে বল ওহে চঞ্চুধরা।

* গ্রন্থকারের খুড়া।

সুখে কিবা দুখে আছে তোমার অন্তর ?
বিমানে বিহঙ্গগণে করি দরশন।
বন্ধনে কি তব মন হয় উচাটন ॥
ভাবি ভাবি সদা মন চঞ্চল তোমার।
বাঞ্ছা সদা বনে বনে করিতে বিহার ॥
সস্ছন্দে থাকিতে সহ বান্ধব স্বজন।
বনফলে ক্ষুধানলে করিতে বারণ ॥
হেরিয়া তামসী ঘোর দিনেশের শেষ।
আনন্দে করিতে তরু কোটরে প্রবেশ ॥
শুনিয়াছ যেই বোল মানুষের মুখে।
গর্ব্বে প্রকাশিতে সব টিয়ার সম্মুখে ॥
হবে কি হবে কি তব এবাঞ্ছা সফল।
হয়েছে নিশ্চয় পাখি তব "দাবানল" ॥

কি মধুর গুণিনাদে মোহিল শ্রবণ।
মণ্ডপে মধুর চক্রে মধুমাছিগণ ॥
পুলকিত চিতে তারা এসে দলে দলে।
নির্ম্মাণ করেছে গৃহ কিবা সুকৌশলে ॥
বারেক সে বাস মম দেখনা দেখনা।
কি ছার ইঁহার কাছে শিল্পির রচনা ॥
মধ্যে কি মক্ষিকা সদা এরূপ্য সদনে।

বঞ্চয়ে বিলাসী যথা বিলাসভবনে।
করে কি অলীকামোদে জীবন যাপন।
অলসের মত শ্রম করি বিসর্জ্জন॥
প্রবেশি কাননে ত্যজি বিচিত্র আলয়।
প্রসূন হইতে করে মধুর সঞ্চয়॥
যে আশে ভূপের নাহি রসনার জল।
কি বলে পতঙ্গ ভোগে সে রস বিমল॥
হে নর! তোমার কাছে এনু কি ছার
বিজ্ঞানপীযূষে আছে তব অধিকার।
অনিত্য আমোদ সুখ দিয়া বিসর্জ্জন।
যতনে করনা সেই জ্ঞানের অর্জ্জন॥
সাগর যতন বিনে দেয় কি রতনে।
উঠে কি অমিয়া তাহে মন্থন বিহনে॥
তাই বলি ছাড় নর! মানসবিকার।
লভ জ্ঞানামৃত করে সাধু সঙ্গ সার॥
হায় তব ব্যবহার একি বিপরীত!
শত্রুর আচার দেখি সাধুর সহিত!
সতত সযত্ন যেই উপার্জ্জিতে জ্ঞান।
বঞ্চনা যাহার মনে নাহি পায় স্থান॥
যে [illegible]র যতনে দেশে মঙ্গল প্রচার।
যে করে সদুপদেশে সুনীতি সঞ্চার॥

যে করে সতের সনে পুণ্যের সঞ্চয়।
যে করে প্রাণেশ পানে পাপের বিলয়॥
পুরুষ রতন সেই ভুবনের সার।
ক্রুরতা তাঁহার সনে সাজে কি তোমার।
কি দোষে তাঁহারে কর ব্যঙ্গ উপহাস।
কি দোষে সৌভাগ্য তাঁর হরিতে প্রয়াস
সুকীর্ত্তি শ্রবণে তাঁর জ্বলিয়া হিংসায়।
ঢাক তার যশরাশি অলীক নিন্দায়॥
রে মূঢ় হিংসুক! তোরে বলি বারবার।
অসার বাসনা তোর হবে না সুসার॥
সাধু যে কলঙ্কী তাহা কে করে প্রত্যয়।
দেশে দেশে নিন্দুকের অপযশ হয়॥
সময়ে ঘুচিবে নিন্দা রবেনা সংশয়।
বাড়িবে গুণীর যশ দ্বিগুণ প্রভায়॥
দেখ মেঘ রাশি আসি গগনে যখন।
আচ্ছাদে কালিম বর্ণে রবির কিরণ॥
সমল ভাস্কর বলে কে করে বিশ্বাস।
মলিন নীরদ দল জগতে প্রকাশ॥
কালে সেই মেঘ হয় যখন অন্তর।
ঝলকে দ্বিগুণ রূপে দিনেশের কর॥

অতএব কর মন। সুবুদ্ধি প্রচার।
সতের সংসর্গে কর দ্বেষের সংহার॥
সাধুর সুনীতি সদা কর হে পালন।
কলুষ বিনাশ কর ব্যসন বর্জ্জন॥
সযতনে কর সদা বিদ্যা উপার্জ্জন।
সরসে মহেশ কীর্ত্তি করহে কীর্ত্তন॥

বাগভীতে একি শোভা করি বিলোকন।
ভূষিত প্রসূন সাজে কুসুমকানন॥
ফুটেছে মালতী যুথি মল্লিকা সুজাতি।
শোভিত গেঁদার দল অপরূপ ভাতি॥
কিবা বিকশিত জবা কুসুম নিচয়।
দর্শনে শাক্তের হয় ভক্তির উদয়॥
সর্ব্বোপরি শোভে মনোহর বেশধরি।
স্থলজ-কুসুমেশ্বরী গোলাপ সুন্দরী॥
জলজ ভগিনী প্রায় দেখ তার কায়।
বেষ্টিত কণ্টকজালে হায় হায় হায়!
শোভে হেন বন্য রূপে কুসুম সকল।
উজলে নয়ন তাহে শিশিরের জল॥
রঞ্জিত নিহার বিন্দু বালার্ক কিরণে।
খচিত প্রবাল যথা মৌক্তিক ভূষণে॥

তাহে অতি পরিমল পুষ্প গন্ধসহ।
মন্দ মন্দ ভাবে সদা বহে গন্ধবহ॥
উড্ডীন মক্ষিকা করে সুরব সঞ্চার।
ঝঙ্কারিয়া করে অলি প্রসূনে বিহার॥
দেখহে ভাবুক ধরি বেশ মনোহর।
তুষিছে প্রকৃতি মম ইন্দ্রিয়নিকর॥
মোহিল নয়ন তার ফুলের শোভায়।
সুনাদে ভ্রমর মাছি শ্রবণ জুড়ায়॥
বহিছে সৌরভবহ মলয় পবন।
ত্বক নাসা উভয় করিয়া বিমোহন॥
ভাবান্তর হল মতি হেরে আচম্বিত।
উড়ে এই প্রজাপতি গর্ব্বের সহিত॥
অতীব চঞ্চল গতি কভু স্থির নয়।
দর্পীর স্বভাব বল শান্ত কোথা হয়॥
কিদন্তে পতঙ্গ বসে কুসুম উপরে।
তুচ্ছ জ্ঞানে পুন দেখ যায় পুষ্পান্তরে॥
হেন বুঝি হেরে মম অঙ্গ কদাকার।
স্বভূষণ দেখে করে গর্ব্বিতা প্রচার॥
হেপতঙ্গ! বল কেন এভাব তোমার।
সাজে কি হে মোর কাছে হেন অহঙ্কার॥
বটে চারুপক্ষে তব ঢাকা কলেবর।

বটে পুষ্পরস তুমি ভুঞ্জ নিরন্তর।
কিন্তু তব পূর্ব্ব কথা পড়ে কি স্মরণ।
"পলু পোক" ? নামে খ্যাত আছিলা যখন ॥
ঘৃণায় হেরিয়া তব কদর্য্য আকার।
হইত কদাকার অঙ্গ সবাকার ॥
ন্যাকার-জনক-স্থানে ছিল তব বাস
নাসায় কর নি কভু প্রবেশ সুবাস।
তোমার শৈশব কাল জঘন্য যেমন।
আমি তথা ইহলোকে অপ্রিয়দর্শন ॥
পারি যদি মোহ গুটি করিতে ছেদন।
রৌরবের উষ্ণজলে নাহই দহন ॥
হে পতঙ্গ ! রম্যবেশ করিয়া ধারণ।
নিত্য সুখধামে তবে করিব গমন ॥
খচিত অমূল্য রত্নে সুবর্ণ পাখায়।
ভূষিবে আমার কায় অতুল শোভায় ॥
দেখহে অনিত্য তব প্রসূননিচয়।
রজনীতে ফুটে হয় দিবসেতে লয় ॥
সেসুখ নন্দনবনে নিত্য পুষ্পগণ।
অপূর্ব্ব ছটায় করে মানসরঞ্জন ॥
কভবা উজ্জ্বল এই রবির কিরণ
করহে যে করে তুমি সুখে বিচরণ ॥

কোটি কোটি সূর্য্য আছে প্রদীপ্ত তথায়।
কেমনে মন্দ লেখনী বর্ণিবেক তায়॥
হায় রে ভাস্কর ভবে তামসীতে লয়।
নিত্যধামে রবিকুল অস্ত নাহি হয়॥
আর তাহে সুশীতল নির্ম্মল কীরণ।
না পোড়ে শরীর নাহি ঝলসে নয়ন॥
এই যে বসন্ত নানা সুখের নিধান।
চিরস্থায়ী নহে শীঘ্র হয় অন্তর্দ্ধান॥
সে সুখ সদনে নিত্য মনোজ্ঞ শোভায়।
মূর্ত্তিমান ঋতুরাজ বিরাজে সদায়॥
না করে নিদাঘ তথা শরীর দহন।
আশাঢ়ের বারি তথা না করে বর্ষণ॥
মাঘের হিম্‌নি তথা নাহিক প্রকাশ।
কভু বৈকুণ্ঠের শোভা নাহি হয় হ্রাস॥
সর্ব্বদা দক্ষিণানিল সুমধুর স্বরে।
কহে কিছু প্রেম কথা শ্রবণ বিবরে॥
হেন রম্য স্থানে আমি করিব বিহার।
কি ছার আমক্তে এত "দেমাগ" তোমার॥
কিন্তু যদি সে গৌরবে না পাই মোচন।
নাহি পারি মোহ জাল করিতে ছেদন॥
তবে শক্তিমান তুমি আমিই অক্ষম।

তুমি শ্রেষ্ঠতম বট আমি নরাধম ॥
তরু শাখা মাঝে আহা কি মনোরঞ্জন।
লূতাতন্তু জালে করে আঁখি আকর্ষণ ॥
ঊর্ণনাভ শিকার লাভের প্রত্যাশায়।
বসেছে জালের মাঝে শার্দ্দূলের প্রায় ॥
হঠাৎ পতঙ্গ তাহে হইলে পতন।
ধেয়ে গিয়ে করে তারে অমনি ভোজন।
বুনেছে চিক্কণ জাল কিবা সরু ডোরে।
ধন্যরে মাংসাদ কীট ধন্য ধন্য তোরে !
বল মোরে তুমি নাকি কীটের প্রধান !
শিখায়েছ নিষাদেরে ফাঁদের সন্ধান ॥
হায় হায় ! দেখে তোর নিষ্ঠুরাচরণ।
গীত শূন্য করে সেই নিকুঞ্জ কানন ॥
মাংসে হয় কিরাতের উদর পূরণ।
পাখে "পিগু" সুকেশীর কেশের ভূষণ ॥
কোরেছে যে তুরে ঈশ দয়ার আধার।
হায় তার তরে তুল্য জঘন্য আচার।
প্রকৃতি ইঙ্গিতে ক্রূর তোমার মানস।
সে বিনা লে পাখী হোরে লোভপরবশ ॥
রে মানব-বিহঙ্গম। কর মনোযোগ।
মানবিক বিবেক-নেত্র করে উন্মীলন ॥

দুরন্ত কাল-কৃতান্ত বাঘের আকার।
সংসারে মোহের জাল করেছে বিস্তার॥
ছড়ায়ে তাহার মাঝে ব্যসননিকর।
প্রলোভিত করে সদা তোমার অন্তর॥
দেখ তাহে সুখ ফাঁসে পড়িয়াছে কত।
শ্বেতাঙ্গ গৌরাঙ্গ কাল পাখী নানা মত॥
আমোদে প্রমোদে তারা করিছে বিহার।
জানেনা যে সুধাসিন্ধু গরল আধার॥
কৃতান্ত করিবে যবে জাল আকর্ষণ।
চিরতর সে ফান্দে তারা হইবে বন্ধন॥
কেশুনিবে তাহাদের শব্দ হাহাকার।
শমন হৃদয়ে নাহি করুণা সঞ্চার॥
তাই বলি প্রলোভনে ভুলনারে মন।
প্রাণেশ-প্রেম-উদ্যানে করহে গমন॥
আছে তাহে জ্ঞানরূপ পাদপ সকল।
ফলে তাহে ভক্তি নিত্য চতুর্ব্বর্গ ফল॥
করহ সে নিত্যবনে আনন্দে বিহার।
বাসনা পুরিয়ে ফল করহ আহার॥
প্রাণেশের গুণ সুখে করিয়া কীর্ত্তন।
মোহিত করহে সেই নিকুঞ্জ কানন॥
তবে আর কি করিবে কৃতান্ত তোমার।

নাহি সে ঐশিকবলে অধিকার তার ॥
মগ্ন ছিনু এইসব প্রকৃতি দর্শনে ।
হঠাৎ তপনোদয় হইল গগনে ॥

একাবলী ।

মধ্যাহ্নে এদেশ কি বেশ ধরে ।
অপরূপা জন-মানস হরে ॥
উদিত গগনে প্রখর রবি ।
ধরিল প্রকৃতি উজ্জ্বল ছবি ॥
তাপিত আতপে বিহঙ্গ সব ।
বসে আছে ডালে হয়ে নীরব ॥
বিবর হইতে ভুজঙ্গ গণ ।
সুবক্র গমনে করে ভ্রমণ ॥
ঘাটার পুকুরে গ্রামস্থ সবে ।
স্নান করে রঙ্গে নানা উৎসবে ॥
কেহবা সাঁতারে সলিল পরে ।
কেহ গঙ্গাবালে ডোবে ভিতরে ॥

অই কুলবালা চলিয়া যায় ।
দেখিতে কিশোরা কবরি হায় !
কনুই পর্য্যন্ত শাখা সুন্দর ।

চলে বাড়াইয়া দক্ষিণকর ॥
ঘোমটা টানিয়া রুক্মার সঙ্গে।
কক্ষে কুম্ভ করি ত্রিভঙ্গে রঙ্গে ॥
স্বভাবের শোভা সুখে হেরিয়া।
পূর্ব্বদিকে আমি যাই চলিয়া ॥
দেখিনু ভোজন করিয়া কেহ।
ঘুম যায় ঢালি শয্যায় দেহ ॥
কেহবা আনন্দে খাইছে পান।
কেহ হুকাধরি মারিছে টান ॥
কেহ বলে কার দেখিনু মুখ।
অদ্য ভোজনেতে না পেনু সুখ ॥
শুনিয়া এমত লোকের ভাব।
চলিনু আনন্দে ভুলিয়া ছাপ ॥
যাইতে যাইতে হাটের কাছে।
মোহিল নয়ন বটের গাছে ॥

হায়রে বটের গাছ কিবা মনোহর!
উচ্চতর বহু শাখে সুশোভিত সুন্দর।
কতজন তাহার সুশীতল ছায়ায়।
আতপে তাপিত হয়ে শরীর জুড়ায় ॥
বিস্তারিত তরুতলে আহা কি সুন্দর!

[১৭]

আসনের কাজ করে শিকড়নিকর ॥
হেরিয়া বৃক্ষের শোভা হরিষ অন্তরে।
বসিনু ছায়ায় যেয়ে শিকড় উপরে ॥
দেখিনু বিহঙ্গ কত বসিয়া শাখায়।
পান্থগণ বসে যথা অতিথিশালায় ॥
কেহ খায় ফল কেহ ফেলায় ভূমেতে।
রক্তবর্ণ ভূমি খণ্ড ফলের রঙ্গেতে ॥
কোন কোন পাখী ফল করিয়া ভোজন।
সুমধুর নিনাদেতে জুড়ায় শ্রবণ ॥
বহিতেছে মন্দ মন্দ সমীরণ কায়।
পরশে সরস করে সন্তাপিত তায় ॥
হেন বুঝি আমা সম তপন জ্বালায়।
লুকায়ে রয়েছে কিবা বটের তলায়।
এমন সুস্থলে হায় অন্তরে কাহার।
নাহি হয় ঈশ-প্রেম ভক্তির সঞ্চার ॥
একি অপরূপ ভাবে মগ্ন হল মন।
ভাবে বুঝি দেখিলাম জাগিয়া স্বপন ॥
সম্মুখে প্রকৃতি শোভা না হেরি নয়নে।
বিহঙ্গের গীতাবলী না পশে শ্রবণে ॥
করিলাম যেন মনোরথে আরোহণ।
কল্পনা স্বপ্নের কার্য্য করিল সাধন ॥

কি ছার নৈষধ-নাথ তোমার ঘোটক ;
কিবা ছার ইংরাজের বাষ্পীয় শকট ॥
জিনিয়া আলোক-গতি মনের গমন ।
মুহূর্ত্তে করিনু কত দেশ পর্য্যটন ॥
স্বচক্ষে যে স্থান পূর্ব্বে করেছি দর্শন ।
প্রথমে সে সব দেশে করিনু ভ্রমণ ॥
আত্মীয় বান্ধব পরিচিতজন সনে ।
আলাপ করিনু কত পুলকিত মনে ॥
পরে যে দেশের নাম শুনিয়াছি কাণে ;
উড়িল মানসরথ সেই সব স্থানে ॥
দেখি কত দেশে কত শোভা মনোহর ।
বলিতে সুদীর্ঘ হবে গ্রন্থ কলেবর ॥
অতএব সব ভাব করিয়া বর্জ্জন ।
কথঞ্চিত শোভা হেথা করিব বর্ণন ॥
যাইতে উত্তরে একি দেখি ভয়ঙ্কর ।
হিমাচল নামে এক প্রকাণ্ড ভূধর ॥
সম্মানে অচল রাজে করিয়া প্রণাম ।
চড়িলাম তাহে স্মরি ঈশ্বরের নাম ॥
দেখি তথা শোভে নানাবিধ তরুগণ ।
শ্যামল বরণে গিরি করে সুশোভন ॥
চিত্রিত বৃহৎকায় ভুজঙ্গনিকর ।

রয়েছে অচল ভাবে অচল উপর ॥
কাঁপে হিয়া থর থর শুনে সিংহনাদ।
জলপ্রপাতের তাছে ভীষণ নিনাদ ॥
কোথায় শার্দ্দূল করে গভীর গর্জ্জন।
কোথায় কুরঙ্গ বেগে করে পলায়ন ॥
কোথায় মহিষ দর্পে শির নোয়াইয়া।
বিদরে মেকর অঙ্গ বিষাণে তাড়িয়া
কোথায় জড়ায়ে শুণ্ডে প্রমত্ত বারণ।
ভাঙ্গিয়া শাখিনী অগ্র করিছে ভক্ষণ
কোথায় পর্ব্বতবাসী অসভ্য-নিকর।
শিকার করিছে বনে পশু নিরন্তর ॥
কদর্য্য অপক্ক মাংস সুখে তারা খায়
পুঁজ বলে পয়রসে ব্যাখ্যা করে হায়!
ভূষণের প্রিয় নহে নাহি রম্য বাস।
কুটিরে অসভ্য দল করিছে নিবাস ॥
তথাপিও জিজ্ঞাসিলে দম্ভ করে কয়
"সন্ন্যাসী আমার কাছে কোন্ বেটা হয়
হেন বুঝি এজগতে নাহি আর দুখী।
করেছে প্রকৃতি সবে সমভাবে সুখী ॥
আছে তথা স্থানে স্থানে অতীব সুন্দর।
পারদ গন্ধক সোনা কাঞ্চন আকর ॥

আর দেখি অপরূপ পর্ব্বত উপরে।
স্বস্ব বেশে ছয় ঋতু সতত বিহরে॥
কোথায় প্রখরতর নিদাঘের কর।
চড় চড় রবে ফাটে গিরি-কলেবর॥
কোথায় বসন্ত করে নয়ন মোহিত।
সুচারু কুসুমদামে হয়ে সুশোভিত॥
বিশদ শরদ কোথা সুফল প্রদানে।
তোষে বিহঙ্গমগণে মোহিয়া সুগানে॥
কোথারে বরষাঋতু ঝর ঝর ঝরে।
জলে পরিপূর্ণ করে সরসী নিকরে॥
তাহে কল্লোলিনী কুলে রঙ্গেতে সতত।
কল কল নাদে জল হতেছে নির্গত॥
কোথায় হেমন্ত রমা শিশিরের জলে।
সাজায় মেরুর অঙ্গ মুকুতার ফলে॥
সর্ব্ব ঊর্দ্ধে অভ্রভেদী-শেখরনিচয়।
ধবল তুষারে সদা আচ্ছাদিত হয়॥
কুসুমের শোভা হাঁয় নাহিক তথায়।
নাহি শোভে গিরি-শির শ্যামলতায়॥
সর্ব্বদা রবির কর উজ্জ্বলে তাহাতে।
শোভে শুভ্র শত ইন্দ্রধনুর শোভাতে॥
হেন রূপধর এক উচ্চশৃঙ্গ দেখরে।

[২১]

চড়িলাম যেন আমি হরির অম্বরে ॥
পদতলে মেঘ করে গভীর গর্জ্জন ।
চমকে বিজলি বজ্রনিনাদে ভীষণ ॥
চাই চারি পাশে ভয়ে কণ্টকিত কায় ।
সম্মুখে তিব্বত শোভে বিচিত্র শোভায় ॥
বেষ্টিত এদেশ তুঙ্গ-শৃঙ্গ-গিরিগণে ।
দুর্গম যেমন দুর্গ প্রাকার বেষ্টনে ॥
তার অভ্যন্তরে শোভা অতি মনোহর ।
নির্ম্মল সলিলে পূর্ণ কত সরোবর ॥
মানস-সরসী ঐ করে ঝলমল ।
প্রস্ফুটিত তাহে স্বর্ণ সুরভী কমল ॥
মোহে আঁখি অমাত্রুর সুরম্য শোভায় ।
রজত অম্বরী প্রায় পড়েছে ধরায় ॥
আছে এই দেশে কত গহন কানন ।
দৌড়িছে কস্তুরী মৃগ কে করে গণন ॥
চামর বৃষভ করে অঙ্গ আস্ফালন ।
দীর্ঘকেশ ছাগ ঐ করিছে ভ্রমণ ॥
উভয় প্রাণির হয় গৌরব আকার ।
কেহ লেজে কেহ কেশে করে উপকার ॥
নির্ম্মিত চামর যথা বৃষের লাঙ্গুলে ।
কাশ্মীরি শাল হয় ছাগলের চুলে ॥

অকস্মাৎ হেরে আঁখি মানিল বিস্ময়।
শোভে শৃঙ্গবর শিরে অদ্ভুত আলয় ॥
ধবল ধূপের বাষ্প স্তম্ভের আকার।
উঠে করে নভস্থলে সুগন্ধি বিস্তার ॥
পুরোহিতে মন্ত্র পাঠ করে উচ্চৈঃস্বরে।
দাঁড়ায়ে সেবক বৃন্দ যোড় করি করে ॥
আছে রাজগণ দ্বারে লয়ে উপহার।
শির নমি ভক্তিভাবে করে নমস্কার ॥
হে কল্পনে! এই কোন্ দেবর্ষির ঘর?
"লামার" মন্দির যিনি তিব্বত ঈশ্বর ॥
হিন্দুরা মৃণ্ময় দেব দেবী পূজা করে।
এ দেশে প্রাকৃত নরে পূজা করে নরে ॥
বিংশতি বর্ষীয় এক যুবক সুন্দর।
স্পন্দহীন হয়ে আছে স্তম্ভের উপর ॥
ক্ষণে ক্ষণে সেবকের পুরোহিতে আশ।
হস্ত তুলে প্রসন্নতা করে সে প্রকাশ ॥
এই যে ঈশ্বর নর পূজনীয় কত।
সুখে কি ইহার সব দিন হয় গত ॥
বাহ্যে তো হইল অঙ্গ বিবর্ণ ইহার।
অচিরে করিবে জরা দেহ অধিকার ॥
পুরোহিতে করে আর। নবক ছেলন।

ভক্তি ভাবে পূর্ব্বে কার সেবেছে চরণ ॥
অমনি যুবক একে শিখায়ে যতনে ।
আদরে বসায় সেই ঐশিক আসনে ॥
এতেও লোকের ভ্রান্তি না হয় সংহার ।
অমর ভাবিয়া কাছে আনে উপহার ॥
এত দেখে তাহাদের সাহুটে বিশ্বাস ।
ধন্য কুসংস্কার তোরে সাবাস সাবাস !

সুদূরে পূরবে হয়ে সুবেশ শোভিত ।
প্রকাশিলা চীন দীর্ঘবেণীর সহিত ॥
বিশেষ শোভিছে তুঙ্গ প্রাচীর বেষ্টনে ।
ভূষে যথা কাঞ্চিদাম রমণী জঘনে ॥
নাহি তথা পদ্মে পূর্ণ সরসীনিকর ।
নাহিক ভুবারাযুক্ত ধবল শেখর ।
এহার কুদশে তার বল কিবা গুণ
শ্যামল শাদ্বল যথা শোভে সে দ্বিগুণ ॥
জানাবার সবস্থানে "চাপাতার" যশ ।
সভ্যের রসনা সদা ভোগে যার রস ॥
রত পরিশ্রমে সব সন্তান উহার ।
করে নানামত শস্য শিল্পের প্রচার ॥
বাণিজ্য প্রভাবে সদা উজ্জ্বল এদেশ ।

কদাচ করিত্র কেহ, সকল যবেশ ॥
"কল্পদ্রুম" প্রকাশিয়া নিত্য ধর্ম সার।
বিশেষ করেছে দেশে মঙ্গল প্রচার॥
এমন স্বদেশ মাঝে কুআচার হায়!
সুকুসুম কীট শূন্য মিলে কিকোথায়॥
প্রবঞ্চনা প্রতারণা চীনের স্বভাব।
গর্ব্বিতা ধরেছে তাহে অপরূপ ভাব॥
বাহাবা বাহাবা কিবা রূপের কল্পনা!
লাবণ্য সঞ্চয়ে নারী ভোগে কি যাতনা॥
শিশু পদ জননীর দেখে হাসি পায়।
আঁটা সদা কসা তাবে কাঠের জুতায়॥

বামে কোন রাজ্য অই ধরেছে সুবেশ।
কোরাণমতাবলম্বী যবনের দেশ॥
বিভূষিত ক্ষেত্রচয় দ্রাক্ষা লতিকায়।
বেদানা কমলা লাল রম্য বাগিচায়॥
মনোহর গোলাপের পরিমল ঘ্রাণ।
মোহিত করিছে সদা দর্শকের প্রাণ॥
দ্রুতগামী তুরঙ্গম চরে নিরন্তর।
বেবোরবে রূপবর ভুধর উপর॥
সুশোভিত আছে দেশ বিবিধ প্রকারে।

অবিরত প্রকৃতির চারু অলঙ্কারে ॥
যেসব বর্ণেছে যশে হয়েছে অমর।
"হাফেজ" "ফার্দুসি" "সাদি" সুকবি নিকর ॥
যত কেন পূর্ণ দেশ নাহি হোক সুযশে।
প্রকৃতির বেশে আর কবিতার রসে ॥
হবে না হবে না সুখী আমার হৃদয়।
ধনের গৌরবে বল সুখী কেবা হয়?
স্ফুরিত মশকের গুন্ গুন্ স্বর।
তোষে বটে মানবের শ্রবণ বিবর ॥
স্মরণ হইলে তীব্র দংশন তাহার।
বিষ তুল্য লাগে সেই মধুর ঝঙ্কার ॥
হায় যত এদেশের দুরাত্মা দুর্জ্জন।
প্রবল তরঙ্গরূপে করে আক্রমণ ॥
বিনাশিল ভারতের সুচারু সুবেশ।
রাখিল না, হায় তার সুকীর্ত্তির লেশ।
কেটে স্বাধীনতা-প্রিয় মহাত্ম-স্বজনে।
পুষিল শ্যামল ক্ষেত্র রুধির প্লাবনে ॥
লুটিল ভাণ্ডারে যত আছিল কাঞ্চন।
সঙ্গে নিল স্বাধীনতা অমূল্য রতন ॥
লম্পটতা ব্যভিচার রোগের সঞ্চার।
যবনের "ছুঁতে" হল ভারতে প্রচার ॥

ফির আঁখি! কায নাহি ওদেশ দর্শনে।
লেখনী দূষিত হয় উহার বর্ণনে॥

এ কি হে দক্ষিণে দেখি মরি হায় হায়!
বিবর্ণ ভারত জীর্ণ দেউলের প্রায়॥
কোথায় তাহার সেই শোভা অপরূপ।
হেরে যাহা উথলিত ভাব-রস কূপ॥
কোথা সেই কবিতার বরণ ললিত।
বিচিত্র মন্দির যাহে আছিল চিত্রিত॥
হায়! এবে দেখে তার মলিন বরণ।
সন্তাপে না দগ্ধ হয় কাহার জীবন?
আমোদ প্রমোদ-যত মহীরুহগণ।
অজ্ঞান-শিকড়ে করে সৌধ বিদারণ॥
সুযশ আলোকে আর নহে উদ্ভাসিত।
কুযশ ব্রততী জালে আছে আচ্ছাদিত॥
হিংসা দ্বেষ মিথ্যাবাদ ভুজঙ্গ সকল।
গর্জিয়া মন্দিরে সদা উগরে গরল॥
ছিল তাহে সত্যময়ী দেবী প্রতিষ্ঠিত।
যবন পরশে তাহা হল অন্তর্হিত॥
ওহে হিন্দুকুল! দেখ হোয়েছে বিলয়।
স্থাপিত পূর্ব্বপুরুষ তব দেবালয়॥

বটে নবাবাঙ্কুর করিছে যতন।
উচ্চারিতে কালমুখে পবিত্র ভবন।
কিন্তু চাই তোমাদের সহায়তা বল
যাহাদের কীর্ত্তি তোমাদের সমুজ্জ্বল॥
প্রচার কর বিদ্যামন্ত্র যত্নবিশেষে।
স্বদেশে মিশাইয়া কাল নিন্দা হিংসা দ্বেষ।
ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে করিয়া যতন।
কর পুনর্ব্বার সেই প্রতিমা স্থাপন॥
কদাচার গত প্রায় সদাচারাগত।
সুশিক্ষার সনে ব্যাখ্যা করে বুধ যত॥
এবে জ্ঞানখড়্গাঘাতে, পশু কুসংস্কারে।
তোষহ দেবীর মন শাস্ত্র উপহারে॥
প্রসন্ন হইয়া দেবী দিবে বর দান।
ভূলোকে বাড়িবে তবে অনন্ত সম্মান॥

মগ্ন আছি ভারতের দুর্ভাগ্য দর্শনে।
হঠাৎ অপূর্ব্ব বর পশিল শ্রবণে॥
চমকিয়া মনোরথ ধায় হায় হায়!
উপনীত পুনরায় বটের তলায়।
কোথায় সুদীর্ঘ সেই প্রকাণ্ড ভূধর!
কোথায় বরফে ঢাকা উত্তুঙ্গ শেখর।

কোথায় চীনের শুভ্র সুশিল্প প্রকাশ ।
কোথায় বঙ্গের রম্য জাঁকের নিবাস ।
কোথায় তিব্বত দেশে প্রকৃতি বাহার !
হায় কোথা ভারতের দীনতা অপার ।
না হেরি নয়নে আর সে শোভার লেশ ।
ধরিল প্রকৃতি যেন অন্য এক বেশ ॥

আসিছে সুরঙ্গে ঐ রমণীনিকর ।
গলাগলি করে গীত গেয়ে মনোহর ॥
মাঝে মাঝে বাঁশীকুল ফুক্ত করে সুর ।
উলু ধ্বনি দেয় লাগে শ্রবণে মধুর ॥
আগে পাছে আসে রঙ্গে শিশু মেয়েগণ ।
কত যেন পুলকিত তাহাদের মন ॥
সুমন্দ গমনে কিবা মনোজ্ঞ শোভায় ।
আসিছে "মিছিল" এই বটের তলায় ॥
বৃক্ষ পাশে এসে ভূমে করে নমস্কার ।
সিন্দুর তৈলেতে তরু করে রক্তাকার ॥
দুখে আসে হাসি করে তাদিগে দর্শন ।
হাবিধি ভারতে নারী পড়েছে কেমন !
স্মরণ হইলে রমণীর কদাচার ।
রোষে বাক্য হয় দিতে অবোধে ধিক্কার ।
হায়রে ভারতে দিন কবে হবে আর !

ভারতী রমণী-কণ্ঠে হইবেন হার ॥
করিবে অঙ্গনাকুল শাস্ত্রের আলাপ।
ত্যজিয়া অলীক মিথ্যা কলহ প্রলাপ ॥
কবে তার কুআচার করে বিসর্জ্জন।
জন সমাজের হবে যশের ভাজন ॥
যত কাল না শোধিবে নারীর আচার।
হবে না হবেনা দেশে মঙ্গল প্রচার ॥

গীত গেয়ে নারী অই করিছে ভ্রমণ।
কোন দিন ছিল এক রমণীরতন ॥
যখন আছিল হায় বান্ধবের পাশে।
পিতার আলয়ে কিবা পতির নিবাসে ॥
নাজানি কতই সুখে বঞ্চিত তখন।
দুখের বারতা নাহি জানিত কখন ॥
হায়! ভুলে বঞ্চকের বচনে মধুর।
ত্যজিয়াছে বান্ধবের স্নেহময় পুর ॥
কেবা জানে বিষপূর্ণ মধুর কথায়।
বেচেছে বঞ্চক তারে হায় হায় হায়!
ওরে প্রতারক! তোরে ধিক্ কুলাঙ্গার!
সাজে কি জগতে তোর এত অত্যাচার ॥
দেখ্ দেখি অনারীর একি সর্ব্বনাশ।

করেছিস্ সুখ তরু সমূলে বিনাশ ॥
মিছা তোরে বলে কিছু ফল নাহি আর।
ছার সুখে মত্ত তোর জীবন অসার ॥
অনিত্য ইন্দ্রিয় পাশে যে হয় বন্ধন।
স্বাধীনতা সুখ সেই জানে কি এখন ?
হে বিধাতঃ কবে হবে করুণা তোমার।
হবে এক্ষণীর সুখ ভারতে প্রচার ॥
কবে দাসী ব্যবসায় হইবে বারণ।
কবে হবে নর হৃদে জ্ঞান উদ্দীপন ॥
নব কর এনারীর দশা বিলোকন।
পূর্ব্বে কি আছিল কিবা হয়েছে এখন ॥
নির্দ্দিষ্ট আবাস স্থান নাহিক কোথায়।
ভাড়া বেঁধে ভিক্ষা মেগে বাড়ী বাড়ী খায় ॥
কভু অশ্রু পাতে করে শোকের প্রকাশ।
কভুবা বিকট আসো অট্ট অট্ট হাস ॥
বকে সদা কভু নহে নীরব রসনা।
দেখে যাহা পেতে তাহা করে সে বাসনা ॥
চিত্রিত "তেনায়" করে অঙ্গ আচ্ছাদন।
উজ্জ্বল কাচের চুরি করিতে ধারণ ॥
গাঁথিয়ে কুসুম হার পড়য়ে গলায়।
গোঁজে ফুল কর্ণ মূলে আর নাসিকায় ॥

ক্ষণে ক্ষণে গায় গীত মনে যাহা লয়।
পাগল নিশ্চয় ওটা ভাল কভু নয়॥
দেখে এর দুখ হল বিরস অন্তর।
ওদিকে গেলেন রবি অস্ত গিরিপর॥
ভাবে বুঝি দুরবস্থা দেখিয়া ইহার।
দুঃখেতে বিবর্ণ হল তপন আকার॥

গোধূলি হইল শেষ তামসী আইল।
অনিমিষে দশ দিশ তিমিরে পূরিল॥
ও কিহে উজ্জ্বলে মাঠে অনল সমান।
জ্বলসে "আলেয়া" পুন হতেছে নির্ব্বাণ॥
কি পদার্থ হয় কিবা প্রকৃতি উহার।
জানিতে বাসনা বড় হইল আমার॥
কিন্তু যত বেগে আমি চালাই চরণ।
ততই আলেয়া দূরে করে পলায়ন॥
ক্লান্ত হোয়ে শেষে করে বিরক্তি প্রকাশ॥
ফিরিয়া চলিনু রাগে হইয়া হতাশ॥
যাইতে আশ্চর্য্য হেন নাহেরি কখন।
এবেকে আলেয়া পাছে করিনু দর্শন॥
যত কেন বেগে আমি নাকরি গমন।
তত বেগে সে আমারে করে আক্রমণ॥

দেখে ইহা হল এই ভাবের সঞ্চার।
বিষয় সুখের মত প্রকৃতি ইহার॥
কেননা বিষয় সুখ যে করে প্রয়াস।
সেই সুখ ভোগে হয় সর্ব্বদা নিরাশ॥
পুরুষার্থ লোভে যেই করিয়া যতন।
সে সুখ ত্যজিয়া করে বৈরাগ্য ধারণ॥
অমনি বিষয়ানন্দ হয়ে ধাবমান।
আক্রমণ করে তারে "আলেয়া" সমান॥

নিশি আগমনে যত উলুক পুলুকে।
করিছে কর্কশ রব মনের কৌতুকে॥
শুনিয়া পেঁচক রব রমণীনিকরে।
পোঁটামার পোঁটামার কহে উচ্চৈঃস্বরে॥
ধন্য কুসংস্কার তোর মহিমা অপার।
সভ্য মানবের হৃদে তোর অধিকার॥
বলিষ্ঠ দুর্জ্জয় যেই সুরের প্রধান।
ত্রাসে তোর কাছে সদা সেও ম্রিয়মাণ॥
কম্পিত অরাতিদল ভীমনামে যার।
পেচক কাকের ডাকে অঙ্গ কাঁপে তার॥
দুর্জ্জয় হর্য্যক্ষ সনে অরি যেই রণে।
নিশি যোগে যুবা হেরে প্রমাদ সে গণে॥

কুণ্ঠিত যে নহে সিন্ধু হইবারে পার।
তুচ্ছ নাসিকার ডাকে গতি রোধ তার॥
এহোতে আশ্চর্য্য আর আছে কোথাকারে
ভূতে পায় বধূ লোকে নাহি দেখে যারে॥
গৃহকর্ম্ম সারি হয়ে হরিষ অন্তর।
বসেছে একত্রে অই রমণী নিকর॥
কেহ হাসে কেহ তোষে মধুর কথায়।
তাম্বুল ভোজনে কেহ লাবণ্য বাড়ায়॥
জিজ্ঞাসি তোমারে দিদি বলে একজন।
দেখেছ কি ও বাড়ীর বধূর বদন॥
বলে এক নারী সই সব তার ভাল।
কিন্তু কিছু মর্দ্দা মর্দ্দা বর্ণখানি কাল॥
আমাদের বধূটির গৌরবর্ণ ভাই।
কেহ বলে বটে বটে কিন্তু নাক নাই॥
রূপের কাহিনী গত হল কত ক্ষণে।
মন গেল সকলের ভূষণ বর্ণনে॥
কেহ বলে কিশোরীর বেসর কেমন।
এমন বেসর ভাই দেখিনা কখন॥
হীরার চিকের গড় বড় মনোহর।
মণির বাউটি সই কেমন সুন্দর॥
আর নারী বলে আমি কত অলঙ্কার।

ফিরিবে সকলে এক কামিনীর হার ॥
বলে এক নারী দুঃখে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
বদন মলিন নাহি হাসির প্রকাশ ॥
কত সাধে গড়েছিনু এই চন্দ্রহার।
"খারাপ" করেছে ছাপা নিঃবংশে সোনার ॥
ওহে কুলাঙ্গনাকুল! একি অলক্ষণ।
ছার বাহ্যসাজে এত কোন্ প্রয়োজন ॥
অন্তর ভূষণে সদা যত্ন কর সার।
ইহকাল পারত্রিকে পাবে পুরস্কার ॥
যদি কোন বস্তু হয় রূপের নিধান।
গুণশূন্য হলে তার কেকরে বাখান ॥
কে আদরে বল দেখি মাখালের ফল।
কে আদরে জাভাহেরি সমুজ্জ্বল ॥
কেআদরে গন্ধহীন কুসুমের দল।
কেআদরে কাচে পড়ে পূর্ণ পাদপাবিকল ॥
অতএব বলি সদা হে অঙ্গনাগণ!
ভূষণ ত্যজিয়া কর বিদ্যা উপার্জ্জন ॥
ছাড়হ ছাড়হ ছার রূপের গরিমা॥
প্রকাশ প্রকাশ সদা জ্ঞানের মহিমা॥
সুকার্য্য করিয়া ভবে লভহ সম্মান।
দময়ন্তী সীতা আর সাবিত্রী সমান॥

কিকাজ অলীকব্রতে ধন বিসর্জ্জন।
সত্য পতিব্রতে কর মনসমর্পণ ॥
হাটিছে রমণী এই ছেলে কোলে করি।
কহিছে সোহাগে কথা শিশু মুখ ধরি ॥
ডাকিতেছে "আয় চাঁদ আয়রে নড়িয়া;
সোনার কপালে আসি যারে টুকু দিয়া" ॥
চাঁদ কথা শুনে শিশু ঊর্দ্ধমুখে চায়।
শশিমুখে কত হাসি খসি পড়ে তায়!
ক্ষণে নাচে ক্ষণে সুখে করে দেয় তাল।
ক্ষণে আবা আবা করে বাজাইয়া গাল ॥
ক্ষণে পয়োধরে মুখ ক্ষণে খায় চাবা।
মুখে আধ আধ বাণী মামা, দাদা, বাবা ॥
হেরিয়া শিশুর এই আনন্দ অপার।
আগমন স্মৃতিপথে শৈশব আমার ॥
জননীর স্নেহ পূর্ণ অঙ্কেতে যখন।
ছিনু সেসকল এবে নাহয় স্মরণ ॥
পঞ্চ বর্ষ বয়ঃ মোর হইল যখনে।
করেছি যে সুখে তাহা শুধু পড়ে মনে ॥
করেছি কিরূপ নাচ করতা খেলায়।
হত [illegible] তাহার ॥
জানিনে কিরূপ আছে খেলেছি তখন।

ডাকিত মধুর রবে ঘুরিয়া যখন ॥
ছিলনা সে শুভদিনে মান অপমান।
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে জ্ঞান আছিল সমান ॥
ঠাকুর সন্তান স্কন্ধে চড়েছি কখন।
কভুবা চণ্ডালপুত্রে করেছি বহন ॥
হে অগ্রজ পুজ্যপাদ প্রিয় সহোদর!
ছিনু সদা তব সনে যথা সহচর ॥
একত্রে অশন ছিল একত্রে শয়ন।
একত্রে কাননে দোঁহে করেছি ভ্রমণ ॥
প্রকৃতি নবীন বেশ করিয়া ধারণ।
করিত দোঁহার কত মানসরঞ্জন!
এই যে অপক্ক ফল আম্রবৃক্ষে যায়;
বিতরিত সুধাস্বাদ বাল-রসনায় ॥
বাঁধিয়া হিন্দোলা অই শাখিনীর তলে।
দুলেছি বা সেইকালে কত কুতুহলে ॥
খুল্লতাত সনে কত হরষিত মনে।
রোপণ করেছি কত সহকার গণে ॥
দেখহ কি বেশে তারা হয়েছে শোভিত।
কেহ শোভে ফলভরে কেহ মঞ্জুরিত ॥
দাঁড়ায়ে আছয়ে অই তেলাকুচের পাশে।

শুনাইছি পথিকেরে সুমধুর ভাষে ।
কিন্তু কভু স্বল্পগ্রীব-ফকিরে দর্শন ।
করেছি ক্ষণেরে দেখে গেছে পলায়ন ॥
হে অগ্রজ ! বাল্যকাল স্মরণে তোমার ।
এখন কি হয় মনে সুখের সঞ্চার ॥
রচিতে কবিতা মনে সে ভাব সকল ।
হৃদে উথলিছে মোর সুখ-সিন্ধুজল ॥
আনিছে প্রকৃতি আসি নানাভাব রাশি ।
মনোকাঙ্ক্ষা নহি, নহি যশ অভিলাষী ॥
পাঠে যদি তুচ্ছ এই কবিতানিকর ।
খানিক করিবে যদি প্রফুল্ল অন্তর ॥
তবেই হইবে মম সফল জীবন ।
দ্বিগুণ আনন্দে হবে পুলকিত মন ॥

আহা মরি নিশি মরি মনোহর বেশ ।
প্রকৃতি সুচারু রূপে শোভিছে এদেশ ॥
উঠেছে শশাঙ্ক ওই সুনীলগগনে ।
সমধিক শোভা ধরে কলঙ্ক ভূষণে ॥
তারাদের হার আহা কিবা মনোহর ।
পরেছে যাহাতে রম্য চন্দ্রমার কর ॥
চল চল করে ওই মলয়সমীরণে ।

শোভে কত কোটি চন্দ্র নির্ম্মল জীবর্ণ।
বিরাগে স্বভাব সব হইল নির্ব্বাক
শুনি মাত্র কৃষকের নাশিকার ডাক ॥
ক্ষণে শাখে বসে করে বিহঙ্গে কূজন।
হয় তাহে ঘটিকার কাজ সম্পাদন ॥
শ্রবণে প্রবেশে সেই কুল কুল স্বর।
প্রতিধ্বনি করে যেন মধুর উত্তর ॥
অবশ্য দর্শনে হেন প্রকৃতির রূপ।
উথলে ভাবুক হৃদে ভাব-রস-কূপ ॥
ফলতঃ কবির মত নিশি সুসময়।
দিবসে আনন্দ তত না হয় উদয় ॥
হে ভারতভূমি মাত! বল গো নির্য্যাস!
আছে কি হৃদয়ে তব কবির নিবাস
করে কি নিশিতে তারা কবিতা রচনা।
স্বভাব সদ্ভাব রসে পূরায়ে বাসনা ॥
ছিল বটে পুরাকালে সুকবি হেথায়।
উজলিত তব অঙ্গ কাব্যের প্রভায় ॥
হায়রে এমন দিন কবে হবে আর!
হইবে ভারত পুত্র ভাবুক আবার!
বাড়াইবে বরপুত্র কবিতার যশ।
বিতরিবে ভবভূমি করুণার রস ॥

বদরিকাশ্রমবাসী ঋষি দ্বৈপায়ন।
পুরাণ পড়িয়া আর তুষিবে জীবন॥
বাল্মীকি এদেশে পুন করে আগমন।
গাবে কি ললিত তানে গীত রামায়ণ॥
হবে কি হে সুধাগণ! পুন সে সময়?
নতুবা কাঁদিয়ে মনে নাহি ফলোদয়॥
হায়! বুঝি ভারতের নাহি আর হিত
সিদ্ধান্ত করিনু হেরে বিদ্বানের রীত॥
এই যে গর্ব্বিত যত বিদ্যা গরিমায়।
কক্ষেতে করিয়া গ্রন্থ বিদ্যালয়ে যায়॥
পাঠ করে নানাবিধ হিত উপদেশ।
কানে শুনে শিক্ষকের সুনীতি বিশেষ॥
তথাপি ও তাহাদের দেখ কি আচার।
লম্পটতা প্রবঞ্চনা কত ব্যভিচার॥
এমন বিদ্যায় বল কোন্ প্রয়োজন।
হিতের সোপান কোথা অহিত কারণ॥
হেন বিদ্যাবান হতে বটে পুণ্যবান।
শত গুণে অশিক্ষিত চাসার সন্তান॥
বিদ্বান কে কয় তারে বিদ্বান কে কয়।
কুজন সমান যার কুপ্রকৃতি হয়?

যথা বিষধর করি পয়রস পান।
উগরে গরল কাল কৃতান্ত সমান॥

হঠাৎ অদূরে একি সুমধুর বোল।
বাজে সঙ্কীর্ত্তনে বুঝি চৈতন্যের খোল॥
হরিরে ভক্তের কিবা আনন্দ বিশাল।
কেহ নাচে গায় কেহ করে দেয় তাল॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া রঙ্গে ধূলা মাখে গায়।
কালী বলে ভক্তি, ভাবে ধরণী লোটায়॥
ভাবি মনে কালীনাম করিয়া শ্রবণ।
বৈষ্ণব কীর্ত্তনে কেন শাক্তের ভজন॥
শুনিনু ভক্তের পাশে কিমাশ্চর্য্য শেষে।
বিরাজেন কৃষ্ণ কালী*বেশে এইদেশে॥
শ্রবণে ভক্তের হেন অদ্ভুত উত্তর।
হইল বিরক্ত মম তাপিত অন্তর॥
বলিনু হে ভ্রান্ত হায়! একি তব রীত।
জাদুকরে বিভু বলা হয় কি উচিত?
যে বিভু করেছে সৃষ্টি জগত সংসার।
যে করেছে বিশ্বে কীর্ত্তি অনন্ত প্রচার॥

---

*পাটাভোগ নিবাসী কালীকুমার একব্যক্তি ঐ নামে খ্যাত হয়।

যাঁহার আজ্ঞায় দেখ প্রখর তপন।
বিস্তারে জীবনরূপী উজ্জ্বল কিরণ॥
নিশি যোগে নভস্থলে যাহার আদেশে।
ঝলকে নক্ষত্ররাশী সুবিমল বেশে॥
যাঁহার ইঙ্গিতে ঘন বিরাজি গগণে।
বসুধা উর্ব্বরা করে সলিল বর্ষণে॥
দেখ অই কল্লোলিনী যাঁহার আজ্ঞায়।
সুমধুর কলনাদে সিন্ধু পানে ধায়॥
যার বাক্যে কেশরীর ভীষণ গর্জ্জন।
মঞ্জুল নিকুঞ্জে করে বিহঙ্গে কুজন॥
যাঁহার আদেশে প্রভঞ্জন সুপ্রবল।
করিছেতে সকলের শরীর শীতল॥
যাঁর বাক্যে বিষধর গরল উগরে।
গাভী তোষে সুধারসে মানব নিকরে॥
দেখ ঈশ্বরের কিবা অদ্ভুত কৌশল।
সবে সমভাবে সাধে বিশ্বের মঙ্গল॥
এই যে পাদপ মত পল্লবভূষণে।
এই যে কানন শোভে সুচারু প্রসূনে॥
এই যে শোভিছে ক্ষেত্র শ্যাম শস্যদলে।
এই যে সরসী পূর্ণ সুরভি কমলে॥
এই যে শিখির দেখ কলাপ সুন্দর।

এই যে মরাল মন্দ গতি মনোহর ॥
এসকল করে যার সুকীর্ত্তিপ্রচার।
বাজীকর কভু নহে সমান তাঁহার ॥
অতএব কুসংস্কার করিয়া বর্জন।
ভক্তি ভাবে প্রাণেশের লওরে স্মরণ ॥
জ্ঞান উদ্দীপনে কর কলুষ নাশন।
যতনে বিভুর আজ্ঞা করহ পালন ॥

বসন্ত হইল শেষ সহোদর সনে ।
স্ববাসেতে চলিলাম আনন্দিত মনে ॥
যাইতে পথের পাশে দেখিয়া স্বভাব ।
অন্তরে উদয় হল কত শত ভাব ॥
শোভিছে গুবাক তরু রম্য উপবনে ।
অনিল ভরেতে শির দুলায় গগনে ॥
মোহিত অন্তর অম্রবৃক্ষের শোভায় ।
ধরেছে মুকুল তাহে থোবায় থোবায় ।
শোভে সারি২ গাব তরু মনোহর ।
লোহিত বরণ তাহে পল্লব সুন্দর ॥
বোধ হয় যেন পদ্ম রবিকে আকাশে ।
হেরিয়া উঠেছে ঊর্দ্ধে মিলনের আশে ॥
শোভিত বকুল কুল সুরম্য শোভায় ।
গুঞ্জরে মঞ্জরী লোভে অলি মাছি তায় ॥
কাঁটাল খর্জ্জুর রম্ভা জাম তরু যত ।

অভিনব রূপে তারা শোভে শত শত ॥
মিশেছে একের ডাল অন্যের শাখায়।
রয়েছে নিকুঞ্জ কত বৃক্ষের তলায় ॥
সারি সারি শোভে গোল্লা বেতসের ঝাড়।
শাটীর কারণে কত হয়েছে সংহার ॥
এমন ভূষণে শোভে সমুদয় বন।
গন্ধ লয়ে বহে তাহে মন্দসমীরণ ॥
বসিয়া পিক দম্পতি শাখিনী উপরে।
নিকুঞ্জে মোহিত করে কুহুকুহু স্বরে ॥
ভ্রমিছে গোসাপকুল আহারান্বেষণে।
বাহিরি রসনা পুন লুকায় বদনে ॥
শাখামৃগ করে রঙ্গে শাখায় বিহার।
কিচি মিচি করে করে ভ্রূকুটি বিস্তার ॥
রঙ্গে কেহ বোসে ডালে করে কুকুরব।
কেহ ছিঁড়ি মুখে পূরে নবীন পল্লব ॥
কেহবা আনন্দে নামি ভূমিতে বেড়ায়।
কেহ ভ্রমে লাফে লাফে শাখায় শাখায় ॥
ওহে তরুগণ ! নব পল্লবে সেজেছ।
রবে কি এরূপা তাহা মনেতে ভেবেছ ?
এসেছে দারুণ গ্রীষ্ম হইয়া প্রবল।
পোড়াইবে তোমাদের ফুল শাখা দল ॥

ওহে পিক কুল ! এই সুখের সময় ।
ত্বরায় হইবে লয় চিরস্থায়ী নয় ॥
নিদাঘ-মার্ত্তণ্ড-তাপে হইবে নীরব ।
রবেনা রবেনা, এই সুমধুর রব ॥
কি ভাবে প্রমত্ত আছ ওহে অলিগণ !
এসেছে নিদাঘ রাজ্যে বুঝিবে এখন ॥
রবেকি রবেকি এই মন্দ ঝঙ্কার ।
কেবল স্মৃতি মাত্র হইবেক সার ॥
এই রূপ ধন জন যৌবনাহঙ্কার ।
কালের বিকট দন্তে হবে চুর মার ॥
প্রকাণ্ড দুর্দ্দান্ত দন্ত করিয়া ধারণ ।
অনায়াসে করে কাল সকল চর্ব্বণ ॥
কে কবে কখন কারে নাহিক নির্ণয় ।
কুটিল কালের গতি বোধগম্য নয় ॥
কখন ধনীর ধন হরে বীরদাপে ।
নির্দ্ধন ধনেশ্বর কালের প্রতাপে ॥
সভ্যের নগর ঢাকি অজ্ঞানতিমিরে ।
বিকাশে অসভ্য দেশ বিজ্ঞানমিহিরে ॥
যেখানে বিচিত্র শিল্পে মোহিত নয়ন ।
প্রতিধ্বনি করে তথা পশুর গর্জ্জন ॥
গহন কাননে কোথা শোভে সৌধগণ ।

আকর্ষিছে পথিকের বিস্ময়-লোচন ॥
হেন কাল রাজ্যে নর বসতি তোমার।
হবে কি হবে কি তব আশার সুসার ?
বাঞ্ছা তব বক্ষ সদা প্রেয়সীমদনে।
যৌবন করহ ধন্য প্রিয়সম্ভাষণে ॥
বাঞ্ছা তব তনয়ের বচন লহরী।
শ্রবণে জুড়াও অঙ্গতাপ পরিহরি ॥
বাঞ্ছা তব বস সদা বয়স্যসভায়।
পুলকিত কর চিত্ত রহস্য কথায় ॥
বাঞ্ছা তব ভূষ অঙ্গ বিচিত্র বসনে।
রসনা করহ তুষ্ট সুভোগ অশনে ॥
বাঞ্ছা তব বাস কর সুরম্য ভবনে।
পরিপূর্ণ কর কোষ রজত কাঞ্চনে ॥
কিন্তু এসকল সুখ হইবে বিলয়।
অনিত্য পার্থিবানন্দ নিত্য কভু নয় ॥
রে ভ্রান্ত মানস ! ধর ধর উপদেশ।
যতনে করহ নিত্য সুখের উদ্দেশ ॥
হলে সে বিশুদ্ধানন্দ হৃদয়ে বিকাশ।
নশ্বরবিষয়সুখে কে করে প্রয়াস ॥
যথা ঘোর তরঙ্গিনীতরঙ্গ-বেগে।
আহ্লাদে ভিজিরায়রে অধর প্রবেশে ॥

তারাগণ অগণন গগনে তখন।
শোভে যথা নীলাম্বরে খচিত কাঞ্চন॥
কিন্তু সে আকাশে শশী হইলে প্রকাশ
করিলে উজ্জ্বল করে তিমির বিনাশ।
দিবাতে খদ্যোত হয়ে নক্ষত্র নিচয়।
অন্ধকার সহ হয় পুঞ্জে পুঞ্জে লয়॥
সেইরূপ হৃদাকাশ ওহে ভ্রান্তমন!
অজ্ঞানতিমিরে যবে করে আচ্ছাদন॥
অনিত্য পার্থিব সুখ নক্ষত্র সমান।
উঠিয়া হৃদয়াম্বরে হয় শোভমান॥
কিন্তু নিত্যানন্দ চন্দ্র হইলে বিকাশ।
করে অকলঙ্ক করে সে তিমির নাশ॥
অজ্ঞানতা সহ সুখ অনিত্য তখন।
সত্বরে অন্তরান্তরে করে পলায়ন॥

আহা মরি! পথপারে কি মনোরঞ্জন।
নৃত্য করে পুচ্ছ নেড়ে খঞ্জনীখঞ্জন॥
কিরূপ চঞ্চলভাবে চরণ চালায়।
এই দেখি এই স্থানে এই কোথা যায়॥
খুঁটিয়া খুঁটিয়া ভূমে করিয়া আহার।
বিহঙ্গদম্পতি সুখে করিছে বিহার॥

নাহি হৃদে চিন্তা লেশ সদা সুখে রয়।
বাড়ায় দ্বিগুণ সুখ দাম্পত্যপ্রণয়॥
হে পক্ষিদম্পতি! বল বলহ আমায়।
এমন সুন্দর নাচ শিখিলে কোথায়?
বটে বটে নর্ত্তকীর নৃত্য মনোহর।
প্রমত্ত বাবুর চিত্ত মোহে নিরন্তর।
সরস ভঙ্গিমা কত করে সে প্রকাশ।
মুখে মন্দ হাসি আর নয়নে বিলাস॥
হে দ্বিজমিথুন! আহা তোমা দোঁহা কাছে
নর্ত্তক নর্ত্তকী কেউ ভুবনে কি আছে?
জন্মায় নর্ত্তকী নাচে মানস বিকার।
তোমাদের নৃত্যে হয় ভক্তির সঞ্চার॥
মজায় নর্ত্তকী সদা কামুকের মন।
তোমরা ভাবুক চিত্ত করহ মোহন॥
হে ভোগবিলাসি ধনি! কর দরশন।
ফিরায়ে আমোদ হতে রক্তিমলোচন॥
কি সুখ তরঙ্গে ভাসে ভাবুক সতত।
রত কি পীযূষ পানে আছে অবিরত॥
বটে বটে নাহি তার সুচিক্কণ বাস।
রম্য অট্টালিকা পরে না করে নিবাস॥
"মরাকৈর" মত কভু "কবাব" না খায়।

সাধারণ লোকে সুধা আস্বাদন পায় ॥
তথাপিও অনুপম দেখ সুখ তার ।
কি ছার তাহার কাছে আনন্দ তোমার ॥
কি সুখ তোমার বল চামর ব্যজনে ?
সেবন করিছে তারে মলয় পবনে ॥
সুরম্য ভবনে বল কি সুখ তোমার ?
মঞ্জু কুঞ্জবনে সুখে সে করে বিহার ॥
কি মধুর বল তব "কাণবাত" গীত ।
নিকুঞ্জগায়ক তার গান সুললিত ॥
কপটে তোমারে মোহে কুলটা নাগরী ।
অকপটে ভোষে তারে প্রকৃতিসুন্দরী ॥
তোমার "গানেসের" তেজে গ্রীষ্মের সঞ্চার ।
বিস্তারে শীতলকর সুধাংশু তাহার ॥
বিনশ্বর ধনাগার আছে হে তোমার ;
অক্ষয় স্বভাব কোষে তার অধিকার ॥
চিত্রপট কি বিচিত্র তব নিকেতনে ?
রঞ্জিত ভাবুক ইন্দ্রায়ুধ দরশনে ॥
কি সুখ বিতরে বল "আতরে" তোমায় ।
নাসিকা মগন তোষে কুসুমে তাহার ॥
অলীক আমোদে মত্ত তুমি নিরন্তর ।
কিন্তু প্রেমাসক্ত সদা তাহার অন্তর ॥

মধু পানে ঢুলু ঢুলু তোমার লোচন।
ভক্তিরস পানে সুখী তাঁহার জীবন॥
চরম দিবসে তব সুখ শেষ হয়।
সে ভাবে প্রকৃত সুখ সে দিনে উদয়॥
অতএব হে বিলাসি! বলহ আমায়।
সুখী বলে সম্বোধিব তারে কি তোমায়?

—•—

হঠাৎ কি ভাবে মন হইল মোহিত।
হেরিয়া অশোকতরু প্রসূন সহিত॥
তুমি কি হে সেই তরু যার মূলদেশে।
থাকিলা বৈদেহী লঙ্কাধামে বন্দীবেশে॥
করিলা বা কত শত হাহাকার ধ্বনি।
রাঘববিরহানলে রাঘবমোহিনী॥
কিন্তু তার সুকোমল চরণের ঘায়।
সেজেছিলা তুমি ভাল প্রসূন ভূষায়॥
করিলা কি ভক্তিভাবে সেবন তাঁহার।
হল আগমনে যার ভাগ্যের সঞ্চার॥
সুশীতল করিলা কি বিরহ অনল।
কিবা মুছাইলা তাঁর নয়নের জল॥
হায় একি নিদারুণ দেখি তব ভাব।
উপকারে অপকার শঠের স্বভাব॥

[৫১]

মত্ত অহঙ্কারে পেয়ে সুচারু ভূষণ।
দহিলা কুসুম গন্ধে তাপিত জীবন॥
সাধ্বীর দারুণ শোকে জন্মিল না শোক।
তাই বুঝি তব নাম হইল অশোক॥

কাটিতে বসন কসা করেছে কুঠার!
করিছে সূতার তুই তরুর সংহার॥
কুঞ্চিত নাসিকা মুখ বিকট দেখিতে;
উড্ডীন পাদপ খণ্ড আঘাতে আঘাতে॥
কিন্তু মহীরুহ তবু প্রকাশে না বল।
ছায়াদানে অঙ্গ তার করে সুশীতল॥
ঢুলিছে শাখিনীঅগ্রে মন্দ মন্দ বায়।
বোধ হয় যেন তারে চামর ঢুলায়॥
হে তরো! করিয়া তব ভাব বিলোকন।
করিনু শিক্ষক পদে তোমাকে বরণ॥
অদ্য হোতে এই আমি করিলাম সার।
করিব শত্রুর সনে মিত্র ব্যবহার॥
যদি মোরে রোষে কেহ করে কটূত্তর।
সুমিষ্ট বচনে তার তুষিব অন্তর॥
যদি কেহ তুচ্ছ জ্ঞানে করে অপমান।
সমাদরে আমি তার বাড়াইব মান॥

যদি কেহ করে মোর শরীর পীড়ন।
সখা। সম্বোধনে তারে দিব আলিঙ্গন॥
যদি কেহ চাহে মোরে করিতে সংহার।
আমি দিব গলে তার বন্ধুতার হার॥
ইতে যদি কেহ মোরে বলয়ে বাতুল।
বাতুল কে আছে বল তার সমতুল॥
যে হিংসে আমারে যদি করি তারে দ্বেষ।
তবে কি আমায় তাতে ইতর বিশেষ॥
যদি সে জিজ্ঞাসে মোরে একেমন ভাব।
নির্দ্দেশ করিব বুঝ তোমার স্বভাব॥
ইতে যদি হেসে মোরে অবোধ সে কয়।
নিশ্চয় অবোধ সেই সবোধিত নয়॥
অধম হইতে সদা জ্ঞানী লভে জ্ঞান।
সলিলমিশ্রিতদুগ্ধ হংস করে পান॥

মগ্ন ছিল এই ভাবে অন্তর আমার।
হল তাহে আচম্বিত ভয়ের সঞ্চার॥
ভয়ে হোয়ে অভিভূত কুরঙ্গ যেমন।
রক্ষিতে জীবন বেগে করে পলায়ন॥
এল বলি দাঁড়াইয়া বদন ফিরায়।
পুন রড় দেয় পুন ফিরে ফিরে চায়॥

। ৫৩ ।

সেই মত মোরা এই নিবিড় কাননে।
সচকিত চিত্তে যাই চঞ্চল গমনে॥
পুনঃ পুনঃ ফিরে চাই পাইয়া তরাস।
পাছেবা শার্দ্দূল করে জীবনবিনাশ॥
হঠাৎ অচল হল চঞ্চল চরণ।
চারু এক সরোবর করি দরশন॥
শ্যামল অরণ্যে স্বচ্ছ সরসীর জল।
শোভে যথা নীলবর্ণে সুভ্রতা উজ্জ্বল॥
ফণীর সীমন্তে কিবা মণির প্রকাশ।
বেষ্টিত জলদদলে সুধাংশুর ভাস॥
কিম্বা শ্যাম অঙ্গে যথা কৌস্তুভ রতন।
দ্বিগুণ প্রভায় সদা হয় সুশোভন॥
কিবা চিরদুখে হলে সুখের প্রচার।
মলিন বদনে হয় হাসির সঞ্চার॥
সেদৃষ্টান্ত দেখাইতে বুঝি নিরন্তর।
দুঃখারণ্যে শোভে এই সুখ সরোবর॥
চারিপারে কিবা মনোহর পুষ্পবন।
সৌরভে মোহিত করে পথিকের মন॥
সজ্জিত কুসুম জালে শাখিনী নিকর।
রয়েছে ঝাঁকিয়া কিবা সরসী উপর॥
বোধহয় রুক্ত তারা ভুবনদর্পণে।

মুকুর সদৃশ এই সরসী-জীবনে ॥
শঙ্গ মল করে জল দিনেশের করে ।
খেলায় মরালকুল তাহার উপরে ॥
অপূর্ব্ব তলায় কত কমলের শোভা ।
পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে তাহে অলি মধুলোভা ॥
এমন প্রকৃতিরূপ করি বিলোকন ।
মানব যাহার চিত্ত পুলকে মগন ॥
কিন্তু অনুপম ইহাহতে নিরমল ।
মানসসরসী জল অতীব উজ্জ্বল ॥
বিবেকের করজাল সেনির্ম্মল জলে ।
সদা করে ঝল মল প্রতিবিম্ব ছলে ॥
কুমতি শৈবাল তথা স্থান নাহি পায় ।
সুমতি সুবর্ণহংসী খেলিয়া বেড়ায় ॥
বিকশিত তথা জ্ঞানকনককমল ।
বিভুপ্রেম মধুতাহে অতি সুবিমল ॥
হওরে প্রমত্ত জীব সেই মধুপানে ।
গাওরে প্রাণেশ গুণ গুনগুন্ তানে ॥
হেন প্রেমামৃত জীব যদি কর পান ।
অমর হইবে তবে অমর সমান ॥
এই যে সংসার ভাব দুখের আগার ।
হইবে তোমার কাছে সুখের আধার ॥

পৃথিবী নরক তুল্য লম্পটের বটে।
কিন্তু তা বৈকুণ্ঠ নিত প্রেমিক নিকটে॥
হেরে সরঃ সুখি-চিত্ত, হন দেখে তাঁর
হরিক বিষাদে কভু মাঠে উপনীত॥
তথায় গগনে হেরি রবির প্রকাশ।
প্রফুল্ল হইল মন অন্তর আকাশ॥

একাবলী।

মাঠের স্বভাব কিবা সুন্দর!
হেরিয়া মোহিত হল অন্তর॥
রমণীর রূপে শোভিছে ফুল।
গুঞ্জরে যেখানে অলির কুল॥
সহ ফুল ক্ষেতে কার্পাস আছে।
মোহিত নয়ন "মেহুট" গাছে॥
হাঁটে চাসা ওই হল যুড়িয়া।
খোচে গরু পৃষ্ঠ পাঁচনি দিয়া॥
কর বাকি কেহ বুনয়ে ধান।
কেহ মই দেয় করিয়া গান॥
রাখালে গোপাল চড়ায় রঙ্গে;
কড়ী দিয়া খেলে সঙ্গীর সঙ্গে॥
ওদিগে ধেনুর কি আর মরি।

ভ্রমি খায় ঘাস উদর ভরি ॥
হাম্বা করে কেহ তুলিয়া শির।
কেহ স্নেহ লেহে বৎস শরীর ॥
ওই চলে যায় করিয়া রব।
কাঙ্গাল বাঙ্গিয়া রমণী সব ॥
স্নান করি সবে চলেছে বাড়ী।
চিনি বাতাসার লইয়া হাঁড়ি ॥
কার হাতে শোভে ঘোড়া মাটিয়া।
কেহ চলে মোট শিরে করিয়া ॥
কার হাতে মেটে পুতুল সাজে।
টুম্ টুমি কার করেতে বাজে ॥
কেহ কহে মৃদু মধুর স্বরে।
মরেছিনু প্রায় ভুস্তর ঝড়ে ॥
আর না লইব তীর্থের নাম।
হেন তীর্থ পদে কোটি প্রণাম ॥
ছিল তথা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
নারীগণে কহে কষ্ট বচন ॥
হে অবলা কুল! এমনে খেলা।
তীর্থরাজে বল সাজে কি হেলা ॥
ভাবে বুঝি সেই পণ্ডিত হবে।
নৈলে এত কথা কোথা সম্ভবে ॥

আরম্ভিল দ্বিজ কথা পুরাণ।
কত মত দিয়ে বাক্য প্রমাণ॥
হিমাচল নাম শুনেছ কাণে।
নিবাসে গন্ধর্ব্ব সুখে যে থানে॥
কিন্নর অপ্সর সদা বিহরে।
রসরঙ্গে সেই গিরি উপরে॥
গৌরী শঙ্কর সদা বিহরে।
অতি সমাদরে শ্বশুর ঘরে॥
হেন মনোরম গিরি ভিতর।
ব্রহ্ম হ্রদে নামে হ্রদ সুন্দর॥
পুরা কালে এই তীর্থের রাজ।
সেই সরোবরে করে বিরাজ॥
যখন ভার্গব পিতৃ আজ্ঞায়।
বিনাশে জননী পরশু ঘায়॥
মাতৃ বধে বাজে করে কুঠার।
কোথা নাহি হোল নিস্তার তাঁর॥
পরে সেই হ্রদে করিয়া স্নান।
অনায়াসে রাম পাইলা ত্রাণ॥
আনিলা ভার্গব আদরে তারে।
ভগীরথ যথা আনে গঙ্গারে॥
ধন্য ব্রহ্মপুত্র জগতে হয়।

শারে অবহেলা উচিত নয় ॥
মিথ্যা নহে কথা সত্য নিশ্চয়।
বিনা দুঃখে নহে পুণ্য সঞ্চয় ॥
দৃষ্টান্ত তাহার সবার আগে।
কমল তুলিতে কণ্টক লাগে ॥
চন্দ্রলোকে সুধা অনন্তে যেড়া।
সুগন্ধী চন্দন ভুজঙ্গে বেড়া ॥
প্রবাল অগাধ জলধিতলে।
আঁধার আকরে হীরক জ্বলে ॥
এত বলি দ্বিজ হৈলা নীরব।
লজ্জায় মলিনা রমণী সব ॥
শুনিয়া দ্বিজের এতেক ভাষ।
অপূর্ব্ব ভাবের হল প্রকাশ ॥
সম্বোধি মনেরে বলিনু সার।
ভবতীর্থে কাজ নাহি তোমার ॥
জ্ঞানতীর্থে মন চলরে চল।
বিষ্ণু প্রেম যাহে বিমল জল ॥
হও সেই নীরে সদা মগন।
ভক্তি ভাবে স্মর বিষ্ণু চরণ ॥
শুচি হবে তাহে দেহ তোমার।
জ্ঞান কাছে হেম তীর্থ কি ছার।

প্রাণেশ চরণ করি স্মরণ।
বাড়ী পানে সুখে করি গমন॥
যেতে পথ পাশে মোহে অন্তর।
"চলিতা তলার মেলা" সুন্দর॥
বসেছে দোকানী বাজার ঘেরি।
পণ্য জিনিসের লইয়া ঢেরি॥
শত শত কত উঠেছে ফল।
তরমুজ ফুটী বিল্ব সকল॥
তথা হেরি নারী সোণারাকার।
নয়ন মোহিল স্বরূপে তার॥

লঘু চৌপদী।

নবীনা নাগরী, আহাকি সুন্দরী! রূপে বিদ্যাধরী,
দাঁড়ায়ে আছে।
সঙ্গিনী লইয়া, শিশু অঙ্কে নিয়া, ত্রিভঙ্গ হইয়া
মেলার কাছে॥
বদন মণ্ডল, মরিকি উজ্জ্বল, করে ঝল মল,
যেমন শশী।
কাজল শোভায়, মন ভুলে যায়, উল্‌কি তাহায়,
কলঙ্ক মসী॥
মোহিত নয়ন, হেরিয়া বরণ, শোভিছে ভূষণ
পল্লব

বুঝি বিধি মনে, গড়েছে এখনে, জানেনে কেন-
হইল হেন ॥

দুঃখি বলে তার, নাহি অলঙ্কার, দুকরে শাখা
বাউটী সাজে।

হেন রূপ যার, বলহ তাহার, ছার অলঙ্কার
লাগে কি কাযে ॥

পতি লমকার, কেমন আকার, ধিক ধিক্ তার
ধিক জীবনে।

হোয়ে শিলাময়, রেখেছে নিদয়, শ্বশুর আলয়
হেন রতনে ॥

পতিপ্রতি ধিক্, বিধির অধিক্, ধিক তাতো ধিক
বামন কুলে।

এমন বালায়, যে কুলে জ্বালায়, জানে কবে তা'র
যাবে সমূলে ॥

পয়ার।

হায়! একি অপরূপ নারীর আচার।
ইচ্ছার অধীন লজ্জা দেখি যে তাহার ॥
দেখহ দৃষ্টান্ত তার এনারী হইতে।
এসেছে কেমনে হমী বাজার দেখিতে ॥
সহস্র সহস্র লোক যথা আসে যায়

বাপনরে আছে বোসে কারে না ডরায় ॥
কিন্তু যে অঙ্গনা বসে পতির ভবনে।
বঞ্চিত তাহার নেত্র আঙ্গিনা দর্শনে ॥
হেরিলে ছায়াতে কভু নরের আকার।
বধূ মুখে ঘুনটার বসন বিস্তার ॥
বিনম্র হইয়া থাকে নত করি শির।
চলিতে খসিয়া পরে কোমল শরীর ॥
মুকতা বদন ঢাকা প্রকৃতিমধুর।
ডাকে মাত্র "চিচি" রব শ্রবণে মধুর ॥
যৌবনে রমণী বটে লাজের আধার।
কালে এ সরম তার থাকে নাকি আর ?
বায়ু রোষে রুদ্র হলে প্রকৃতি যেমন।
করে ভয়ঙ্কর ঝড়ে জগত পীড়ন ॥
বাক্য রোধে রুদ্ধ মুখ যৌবনে বামার।
প্রৌঢ়ায় সে মুখে হায় ! কলহ সঞ্চার ॥
যখন কন্দলে ছোটে নারীর বদন।
হিতাহিত জ্ঞান তার থাকে কি তখন ?
সংসার অসার তার কন্দলের দোষে।
বন্ধুর বিচ্ছেদ হয় রমণীর রোষে ॥
পলায় নকুল ভয় কলহের জোরে।
থিকুরে কাকিল কাণা থিক্ থিক্ ভোরে ॥

ধীমা বটে লজ্জাবতী কামিনী রতন।
নিলজ্জ নারীর বটে অঘনা জীবন ॥
তাপসীর ভূষা যথা চন্দ্রমা উজ্জ্বল।
সরসীর ভূষা যথা বিকচ কমল ॥
বসন্তের ভূষা যথা কুসুমনিকর।
নিকুঞ্জের ভূষা যথা কোকিলের স্বর ॥
বীরত্ব ভূষণে শোভে পুরুষ যেমন।
সেই মত রমণীর লজ্জাই ভূষণ ॥
কিন্তু কোন্ লজ্জা হয় ভূষণ তাহার।
বারেক দেখহ তার কোরে সুবিচার ॥
যে লাজে কন্দল তার করে নিবারণ;
যে লাজে সুপ্রিয় করে অপ্রিয় বচন ॥
যে লাজে করয়ে তার দ্বেষের সংহার।
যে লাজে বারণ করে হীন ব্যভিচার ॥
ধন্য বটে সেই লাজ রমণীভূষণ।
বোবা মুখ ঢাকা লাজে কোন্ প্রয়োজন ॥
চলি রঙ্গে এই সব ভাবি মনে মনে।
পথের দীর্ঘতা কমে কথোপকথনে ॥
বিশের প্রকৃতি তার অসীম ভাণ্ডার।
খুলিয়া রঞ্জন করে মানস আমার ॥
হায় ওকি রক্তিম যে তপন লপন!

অস্তাচলে বুঝি ভানু করিলা গমন ॥
হেরিয়া মার্ত্তণ্ড অঙ্গ পাণ্ডুর আকার ।
অপরূপ হল এক ভাবের সঞ্চার ॥
গৌরবে যখন রবি প্রভাত সময় ।
জন্মিলা উজলি পূর্ব্ব সূতিকা আলয় ॥
হেরিয়া বালার্ক রূপ বিহঙ্গিনীগণ ।
কুল কুল রবে কৈলঃ মঙ্গলাচরণ ॥
শুভসংবাদ লয়ে প্রতি ঘরে ঘরে ।
অনিলা প্রভাতানিল সর্ সর্ স্বরে ॥
দেখি তার সুনবীন মন্দ মন্দ হাস ।
বাড়িলেক বসুধার পরম উল্লাস ॥
সোহাগে জননী তারে হৃদয়ে লইয়া ।
নাচাইলা মহানন্দে হাসিয়া হাসিয়া ॥
এই রূপে গত তার শৈশব সময় ।
মধ্যাহ্নে যৌবন আসি হইল উদয় ॥
বাড়িল তখন তার প্রতাপ অপার ।
বিদারে প্রখর করে অঙ্গ বসুধার ॥
হইলেক নলিনীর পূর্ণ অভিলাষ ।
কুমদী নয়ন মুদি হইল হতাশ ॥
চক্রবাকী হইলেক প্রণয়ে বন্ধন
বহিল অনুতাপাগ্নি-চকোরের মন ॥

অধোমুখ পঙ্কজের দেখে ফাটে বুক।
সন্তাপে হইয়া অন্ধ পলায় উলুক॥
এই মত জগতে করিয়া অত্যাচার।
চরমে ধরিল রবি পাণ্ডুর আকার॥
হে যৌবন-মদ মত্ত অহঙ্কারি নর!
দেখ তামসীতে শেষ সে ভাস্কর কর॥
যেগতি রবির হায় সে গতি তোমার।
হয় কিনা হয় চেয়ে দেখ একবার॥
হইল জনম তব ভূতলে যখন।
করিল মঙ্গলধ্বনি কুলাঙ্গনাগণ॥
সে শুভ বারত্তা দূত পরম উল্লাসে।
কহিল হাসিয়া সব বান্ধবের পাশে॥
কৌতুক করিয়া পুরবাসিনারী যত।
সোহাগে হৃদয়ে লয়ে নাচাইল কত॥
হায় গত এই মত শৈশব তোমার।
পেয়েছ যৌবন রাজ্যে পূর্ণ অধিকার॥
ধোরেছ শরীর কান্তি ভুবনমোহন।
করিতেছ কত মত মানস চালন॥
কারে সন্তাপিত কর কোরে অবিচার।
কারে সুখীকর কোরে করুণা বিস্তার॥
কারেবা সন্তুষ্ট কর প্রিয় সম্ভাষণে।
কারে কষ্ট কর সদা নিষ্ঠুর বচনে॥
[illegible]

[৬৫]

কারে সহ নিরন্তর বিচ্ছেদ দহনে ॥
কারে কর দীনহীন সম্পত্তি হরণে।
কারে কর ধনেশ্বর অর্থ বিতরণে ॥
কারে স্পর্শ নাহি কর কোরে হেয় জ্ঞান।
কারে সমাদরে কর উচ্চাসন দান ॥
করিতেছ কত মত ভঙ্গীর প্রচার।
অসার ভঙ্গিমা সব হবেনাহে সার ॥
শীত পক্ষ পাছে যথা কৃষ্ণ পক্ষ আছে।
বৃদ্ধকাল আছে তথা যৌবনের পাছে ॥
এই যে চাচর কেশ অতি সুচিক্কণ।
জরায় রজত কান্তি করিবে ধারণ ॥
এই যে মধুর তুল্য বচন তোমার।
বদন স্খলিত হলে বুঝা হবে ভার ॥
নয়ন তোমার দূর দর্শনের মত।
কিন্তু হবে সেই কালে দৃষ্টিশক্তিহত ॥
লোলিত হইবে মাংস কুব্জ পৃষ্ঠদেশ।
লীন হবে শরীরের সুচারু সুবেশ ॥
এই যে চরণ কর অতি বলবান।
বার্দ্ধক্যে দুর্ব্বল হোয়ে হবে কম্পমান ॥
এই যে ললিত গীত নিকুঞ্জকাননে।
হবেকি মধুর জ্ঞান বধির শ্রবণে ॥

বসন্তের মনোহর প্রসূন সঞ্চার।
শরতের স্ফুকলের সুধা সম তার ॥
পুরাবেনা সেই কালে তোমার বাসনা।
তুষিবেনা অঙ্গনের নীরসরসনা ॥
বিরস সুদীর্ঘ গল্প কাশের কুরবে ;
বিরক্ত করিবে তুমি স্বগণ বান্ধবে ॥
ফলতঃ নিছার যৌবনের অহঙ্কার।
থাকিবে না আর তব থাকিবে না আর ॥
হেযুবা ! অনিত্য দেহ জানিষা নিশ্চয়।
কলুষ বিনশ কর ধর্ম্মের সঞ্চয় ॥
অধর্ম্মী হইলে এবে মত্ততার বশে ;
সন্তাপিত হবে শেষে চরম দিবসে ॥
দেহ ভঙ্গ হবে রোগে সঙ্গে সঙ্গে তার।
অমর আত্মায় রাগে কোর না সংহার ॥
হেরিয়া প্রদোষে শ্রেণীবদ্ধ দ্বিজগণে।
বাসে যায় মালা প্রথর বিমানগমনে ॥
আনন্দে কৃষক কাজ করি সমাপন।
প্রবেশ করিছে অই নিবাসে আপন ॥
চাসার কুটির আহা কিবা মনোহর !
রয়েছে লুকায়ে তরু শাখার ভিতর ॥
হেলেছে দুলিছে শাখা প্রদোষের বায়।

[৬৭]

দেখা যায় গৃহ পুন গহ্বরে লুকায় ॥
যথা কুলবধূ খুলে মুখ আচ্ছাদন।
পুনর্ব্বার ঘুমটায় ঢাকিছে বদন ॥
কিন্তব শ্রবণে আহা ব্যাকুলিত মন।
গ্রামে করে প্রতিধ্বনি শৃগাল ক্রন্দন ॥
নয়ন মুদিয়া উর্দ্ধমুখে মরি মরি।
জম্বুক করিছে ব্যক্ত শোকের লহরী ॥
কিন্তু তার স্বদলের হেরে সদাচার।
কার হৃদে নাহি হয় করুণাসঞ্চার ॥
হোয়ে তার দুখে দুখী বিষণ্ণ অন্তরে।
জম্বুকের দল অই কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
হে মূঢ় কলহপ্রিয় মানব দুর্জ্জন!
শৃগাল প্রকৃতি প্রতি কর বিলোকন ॥
যে একতা গুণে স্বর্গবাসি-সুরগণ।
প্রবল অসুর কুলে করেছে শাসন ॥
সুপন্দরী সে একতা কি সুখে বিরাজে।
জ্ঞানহীন মানহীন পশুর সমাজে ॥
অচেতন কি চেতন পদার্থ নিচয়।
স্ব স্ব গুণে যত কেন নিকৃষ্ট না হয় ॥
এই যে ললিত গীত নিকুঞ্জকাননে।
হবে কি মধুর জ্ঞান বধির শ্রবণে ॥

একতার গুণেতে হইলে বন্ধন।
সদত মহৎকার্য্য করে সম্পাদন॥
প্রত্যয় না হয় যদি দেখনা দেখনা।
বল্মীক করিছে চারু গেহের রচনা॥
অগাধ পয়োধিনীরে সাম্রাজ্য সমান।
করিতেছে প্রবালকীট দ্বীপের নির্ম্মাণ॥
কিবা সুখে নিজবাসে পিপীলিকাগণ।
নীরস নিহারে করে সরস অশন॥
পরমাণু হোতে আছে ক্ষুদ্র কি সংসারে।
উড়ে কত শত শত পতঙ্গ ফুৎকারে॥
কিন্তু তারা একত্রিত হইয়া যখন।
প্রকাণ্ড ভূধর রূপ করয়ে ধারণ॥
নিদাঘে প্রবল প্রভঞ্জন অত্যাচার।
সুরেশের সে অমোঘ অশনি প্রহার॥
বিফল সে সব বল সফল কি হয়।
তুঙ্গগিরি শৃঙ্গে বেজে হয় পরাজয়॥
বল না হে নর! বৃথা কাজ কিহে লাজে!
জ্ঞানগর্ব্বি-হৃদে কি সে একতা বিরাজে?
হয়েছি কি তাহে সুখ কুশল প্রচার।
বিবেকের শক্তি আর দয়ার সঞ্চার॥
ধিক্ তব জ্ঞানে ধিক্ জীবনে তোমার॥

পশুর সমান মনে তব ব্যবহার ॥
আছে কি বিজ্ঞানে তব এ হেন বচন।
স্বগণে করিতে সদা কলহে পীড়ন ॥
বলনা কি শাস্ত্রে আছে এনীতি প্রচার।
কোন্ গ্রন্থ হোতে একে কোরেছ উদ্ধার ॥
অকিঞ্চন ধন হীন দরিদ্র সকলে।
বন্ধন করিতে আহা! দাসত্ব শৃঙ্খলে ॥
দয়ার ভাজন যারা হায় হায় হায়!
কশাঘাতে রক্ত পাত তাহাদের গায় ॥

এই কি শ্রেষ্ঠতা তব হেজীবপ্রধান!
বিনাশ ভুবন রোষে হোতে যশস্কাম ॥
হে যশস্বি! হয় নাকি করুনা সঞ্চার।
দহিতে বন্দুকানলে অঙ্গ বসুধার ॥
সুরম্য সুঅঙ্গ তার শ্যামল বরণ।
সন্তান রুধিরে তাহা করিতে প্লাবন ॥
আর মিছা দয়া নিয়া কি কাজ তোমার।
তুমিত ভুবনে খ্যাত যশ অবতার ॥
বটে বটে ধন্য সেই পুরুষ রতন।
যে করে দেশের হিতে অসীর চালন ॥
ধনুর্দ্ধর ন্যায় বটে প্রমান তাঁহার।

প্রাণ দানে স্বাধীনতা যে করে উদ্ধার॥
যে করে যশের তরে দেশের পীড়ন।
অধম পুরুষ সেই রাক্ষস দুর্জ্জন ॥
বটেহে বীরত্ব তার রচিতে সরত।
কবির লেখনী ক্ষয় হইয়াছে কত ॥
বটে ইতিহাসে তার বড়ই সম্মান।
বর্ণিতে দুরাত্মা যাহে সুরের প্রধান ॥
আছে সেই নিত্য ধামে প্রভু অনুপম।
অঙ্কিত তাহাকে দুষ্ট নরের অধম ॥
কবে সেই "সিজরের' কলঙ্ক রটিবে।
"সেকন্দরে" দস্যু বোলে জগতে ঘুষিবে ॥
"টামুর" শ্রবণে লোকে বলিবেক রাম।
আদরে লবেনা কেহ "নাদিরের" নাম ॥
যত কাল মানবের হবেনা এরীতি।
হবেনা মানুষ হৃদে শান্তির বসতি ॥
হবেনা হবেনা তার মানস শীতল।
হবেনা নির্ব্বাণ তার যশের অনল ॥
হে শান্তি! কোথায় তুমি বল গো অধীনে।
নগরে পল্লিতে কিম্বা গহন বিপিনে ॥
কিম্বা গিরি গুহা তলে সুখে কর বাস।
যশলিপসু-ত্রাসে ত্যেজে লোকের নিবাস ॥

বল দেবি কোথা তব নিত্য নিকেতন ?
বাঞ্ছাতব অধিকারে করিতে বঞ্চন ॥
যে খানে তোমার সহ প্রকৃতি সুন্দরী।
হরিষে বিরাজে সদা যথা সহচরী ॥
যেখানে কলহরব না আসে শ্রবণে।
না দহে জীবন হেন মশের দহনে ॥
যেখানে বিহঙ্গ চয় সুললিত তানে।
তুষয়ে অন্তর সদা বিভু গুণ গানে ॥
যথায় পাদপ কুল ভাবুক নিকরে।
উপদেশ দেয় সদা মর্ মর্ স্বরে ॥
এমন সুরম্য স্থান যদি আমি পাই।
তাপিত অন্তর তবে পুলকে জুড়াই ॥
প্রাণেশের কীর্ত্তি যত করি বিলোকন।
সদা তার গীত রসে হইয়া মগন ॥

—:o:—

হেরে সন্ধ্যা আগমন যাই ত্বরা করি।
নীরবে আসিল ক্রমে সুধীরা সর্ব্বরী ॥
হায় বিহঙ্গগণ নীরব হইল।
কিন্তু ঝিঁঝিঁগণ স্বরে অন্তর মোহিল ॥
উদয় হইল আসি চন্দ্রমা গগনে।
শোভিল প্রকৃতি অঙ্গ নূতন ভূষণে ॥

হেন রূপ দেখে মন তৃপ্তি হয় কার।
নিবে খদ্যোতের আলো জ্বলে পুনর্ব্বার
ফুটেছে বনধুতুরা বনের ভিতর।
তুলে শির সদা রঙ্গে মোহিছে অন্তর॥
ভ্রমে ও ভ্রমর দল ভ্রমে না তথায়।
গাঞ্জীর নিকটে কোথা লম্পট বেড়ায়?
চলিনু সুরঙ্গে শোভা দেখিতে দেখিতে।
উপনীত বাটী আসি কাছে আচম্বিতে॥

ত্রিপদী।

মরি মরি কিবা সুখ, হেরিয়া গেহের মুখ,
উথলিল আনন্দ অপার।
নিজ বাস দরশনে, বলহ কাহার মনে,
সন্তোষের না হয় সঞ্চার?
সাজিয়া মান্দার দামে, সুখী বৈজন্ত ধামে,
সুধাপানে শচী শচী পতি।
গহন কান্তারে চরি, অভক্ষ্য ভক্ষণ করি,
তত সুখী পশুর দম্পতী॥
হরে রমা নিকেতন, ভুলেকি পশুর মন,
বাঞ্ছা তার সদা বনবাস।

[৭৩]

সদা কণ্টকিত বনে, রঞ্জে পুলকিত মনে,
প্রাণান্তেও ছাড়েনা নিবাস ॥
জিজ্ঞাসিলে কুঞ্জবনে, শুক-পিক-বিহঙ্গগণে,
বলে তারা কল কল স্বরে ॥
রসে পূর্ণ নানা মত, স্বর্ণ পিঞ্জরে কত,
সুখ যত পাদপ কোটরে ॥
বেঁধে নাস পালে পাল, যখন চরায়ে পাল,
উড়ে যায় পশ্চিম অঞ্চলে ।
এক দৃষ্টে মরি মরি, বাস নিরীক্ষণ করি,
ঝোরে তারা নয়নের জলে ॥
গৃহ-শোকে মগ্ন হিয়া জলনিধি সাঁতারিয়া
আসিতে যতন কত পায় ।
রক্ত স্রোত বহে গায়, দারুণ শৃঙ্খল পায়,
আসিবেক হায় হায় হায় !
স্ববাসে কি সুখ আছে, শুনহ কাফ্রির কাছে
সকরুণ ভাবে কি সে কয় ।
ত্রিদশালয়ের যত, সুরমা ভুবনে কত,
কুটিরে যে সুখের উদয় ॥
দেবতা দানব নর, কানন বিমানচর
গৃহ-সুখে সকলে মগন ।

তবে বল পুলকিত, কেনমা আমার চিত,
হবে বাস করি বিলোকন ॥
যেই স্থানে ক্ষণে ক্ষণে, স্নেহ পূর্ণ সম্বোধনে
বিতরে জননী সুধা ধার।
জনকের সুবচন, পৌরজন সম্ভাজন
শিশু মুখে মধুর সঞ্চার ॥
সুখকর অনুপম, ত্রিভুবনে গৃহসম
বল আর কোন স্থান পাই।
যথা সবে সমস্ত্রাম, নাহিমান অপমান
চাকর নফর দাদা ভাই ॥
লণ্ডনে পুলক মনে বঞ্চ রম্য নিকেতনে
সভ্যসনে মেজের থানায়।
অথবা মথের সনে বাধ্য পোড়া পলাশনে
নাসা রন্ধ্র চাপিয়ে ঘৃণায় ॥
গঙ্গার পুলিন দেশে মগ্ন সুখ সবিশেষে
প্রকৃতির বিচিত্র শোভায়।
কিম্বা তপ্ত বালুকায় পূর্ণ মরু সাহারায়
কণ্ঠ শোষ হয় পিপাসায় ॥
বায়ু পূর্ণ দিবা ঘরে পুষ্পিত পর্য্যঙ্ক পরে
নিদ্রা যাও হরিষ অন্তরে।

অথবা গহন বনে ভীষণ সিংহ গর্জনে
কাঁপে হিয়া থর থর থরে ॥
যেখানে সেখানে যাও যাহা ইচ্ছা তাহা খাও
যে শয্যায় করহ শয়ন ।
সুখে স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে স্নেহের শৃঙ্খলে মনে
গৃহ পানে করে আকর্ষণ ॥
যদি হেন সুখ স্থানে জীর্ণ বাস পরিধানে
শাক অন্নে উদর পুরাই ।
তবে ছার ভূপতির চিন্তাপূর্ণ সুমন্দির
সুভোজন ভোগিতে না চাই ॥
বান্ধব পরিবার সনে সুমধুর আলাপনে
সদা সুখে জীবন কাটাই ।
ইন্দ্রিয় রাখিয়া বশে কবিতাকমলরসে
প্রাণেশ কীর্ত্তন সদা গাই ॥

সমাপ্ত ॥

এতৎ গ্রন্থ প্রকাশক এই পুস্তকখানি সে মুদ্রিত করিয়া দিতে আমাদিগকে করেন। সেই অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া সংশোধন করিয়াই ফর্মাগুলি ছাপা হয়। সুতরাং বর্ণ সংযোগে স্থানেং ভ্র টিয়াছে। পাঠকগণ এই ভ্রম সংশোধন রিয়া ঐ সকল ভ্রম প্রমাদ সংশো লইবেন। নূতন

অশুদ্ধ সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পঁক্তি	অশুদ্ধ
৬	৬	সচ্ছন্দে
৭	৮	তামার
৮	১৫	রাসি আনি
৯	১২	কুসম
১০	৬	ইন্দির
১১	২১	ভুমি
১২	১৩	আশাঢের
১৩	১৭	সুশোভিত
১৭	১।৩	শিকর
„	১০	কায়
„	১১	ভায়
২০	৯	কোথায়

পৃষ্ঠা	পঁক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
২৩	২১	উজ্জল	উজ্জ্বল
২৬	১০	মিলন	মলিন
৩০	১৯	করিতে	করেতে
৩২	১৯	পেঁচক	পেঁচক
৩৫	১৮	সুখে	সুখ
৩৮	৩	নাশিকার	নাসিকার
৩৯	২৭	যাব	যার
৪১	১২	করিছেতে	করিতেছে
৪৫	১২	চর্ব্বণর	চর্ব্বণ
৫৬	৩	স্নেহ	স্নেহে
৫৮	৪	সবার	সবার
৬১	৯	রব	রবে
৬৩	১৮	কুমদী	কুমুদী
৬৬	১০	বিনশ	বিনাশি
৬৭	৬	উর্দ্ধ	ঊর্দ্ধ
৭১	১৮	বিহঙ্গগণ	বিহঙ্গমগণ
৭২	১৫	বৈজন্ত	বৈজয়ন্ত

পাঠপরিবর্ত্তন।

৩৪ পৃষ্ঠার ১৩ পঁক্তিস্থলে "কে আদরে কাচে তা হেরি সমুজ্জ্বল" পাঠ করিতে হইবে।

১৫ পঁক্তির কাচে শব্দ ত্যাগ করিতে হইবে।

৬৭ পৃষ্ঠার শেষের ২ পঁক্তি ত্যাগ করিয়া পাঠ দিতে হইবে।

ক
২৯৪